Registerd NO 52.

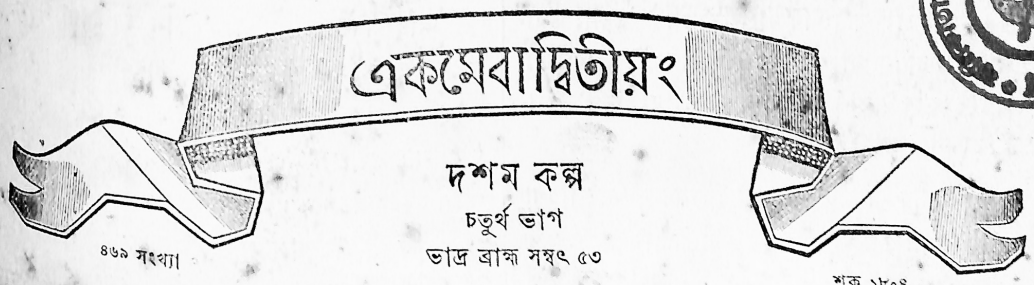

একমেবাদ্বিতীয়ং

দশম কল্প

চতুর্থ ভাগ

৪৬৯ সংখ্যা

ভাদ্র ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৩

শক ১৮০৪

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव।

ব্রহ্মস্তোত্রং।

কৃত্বা চিত্তসমাধানং নত্বা ব্রহ্মপ্রদং গুরুং
ঈড়েঽহং ব্রহ্মচৈতন্যং নিত্যং সত্যং সনাতনং।
বিশ্বতঃ পরিভূমানং সত্যচিত্রশ্রবস্তমং
মধুমন্তং মেধাবিনং স্বামিনং বর্চ্চসঃপতিং।
পুরাণং পরমেশানং বিশুদ্ধং বিশ্বলোচনং
সূক্ষ্মাৎসূক্ষ্মং পরং স্থানং পরাদপি পরং ধ্রুবং।
দেবদেবং মহাদেবং সর্ব্বজীবস্য জীবনং
অমৃতমক্ষরং পূর্ণং প্রাণসন্তোষণং সুখং।
একমেবাদ্বিতীয়ং সৎ আত্মস্থং গূঢ়সাক্ষিণং
ধর্ম্মাবহং পাপনুদং শোকসন্তাপনাশনং।
মঙ্গল্যং মঙ্গলং বিষ্ণুং শরণ্যং শরণং মহৎ
সংসারস্য পরং পারং অপায়স্য ভয়স্য চ।
বিধাতা জনিতা যোনিঃ পিতা পাতা পিতামহঃ।
তং বেদ্যং পুরুষং দিব্যং সংপ্রশ্নং অভিযাম্যহং।
যমতীতভবিষ্যাণি বর্ত্তমানানি যানি চ
ধামানি বেদ সর্ব্বাণি তং প্রশ্নং অভিযাম্যহং।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

চতুর্থ প্রপাঠকে সপ্তদশঃ খণ্ডঃ।

প্রজাপতির্লোকানভ্যতপত্তেষাং তপ্যমানানাং রসান্ প্রাবৃহদগ্নিং পৃথিব্যা বায়ুমন্তরিক্ষাদাদিত্যং দিবঃ॥ ১॥

'প্রজাপতিঃ লোকান্ অভ্যতপৎ' লোকানুদ্দিশ্য তত্র সারজিঘৃক্ষয়া ধ্যানলক্ষণং তপশ্চচার। 'তেষাং তপ্যমানানাং' লোকানাং 'রসান্' সাররূপান্ 'প্রাবৃহৎ' উদ্ধৃতবান্ জগ্রাহেত্যর্থঃ। কান্। 'অগ্নিং' রসং 'পৃথিব্যাঃ' 'বায়ুং অন্তরিক্ষাৎ' 'আদিত্যং দিবঃ' ॥ ১

প্রজাপতি লোক-সকলকে আলোচনা করিলেন। সেই আলোচিত লোক-সকল হইতে সারভূত তত্ত্ব-সকলকে বাহির করিলেন। যথা—পৃথিবী লোক হইতে অগ্নি, অন্তরিক্ষ হইতে বায়ু এবং দ্যুলোক হইতে আদিত্য॥ ১॥

সএতাস্তিস্রোদেবতাঅভ্যতপত্তাসাং তপ্যমানানাং রসান্ প্রাবৃহদগ্নেঋ্চোবায়োর্যজূংষি সামাদিত্যাৎ। ২।

পুনরপ্যেবমেবমগ্ন্যাদ্যাঃ। 'সঃ এতাস্তিস্রঃ দেবতাঃ' উদ্দিশ্য 'অভ্যতপৎ' 'তাসাং তপ্যমানানাং' ততোঽপি সারং 'রসান্' ত্রয়ীবিদ্যাং 'প্রাবৃহৎ' জগ্রাহ। 'অগ্নেঃ ঋচঃ' 'বায়োঃ যজূংষি' 'সাম আদিত্যাৎ'। ২

তিনি এই তিন দেবতাকে আলোচনা করিলেন। সেই আলোচিত দেবতাগণ হইতে সারভূত তত্ত্ব বাহির করিলেন। যথা—অগ্নি হইতে ঋগ্বেদ, বায়ু হইতে যজুর্ব্বেদ এবং আদিত্য হইতে সামবেদ। ২।

সএতাং ত্রয়ীং বিদামভ্যতপত্তস্যাস্তপ্যমানায়া রসান্ প্রাবৃহদ্ভূরিত্যৃগ্ভ্যো ভুবরিতি যজুর্ভ্যঃ স্বরিতি সামভ্যঃ। ৩।

নঃ এতাং ত্রয়ীং বিদ্যাং অভ্যতপং' 'তস্যাঃ তপ্য-মানায়াঃ রসান্ প্রাবৃহৎ' 'ভূঃ ইতি' ব্যাহৃতিং 'ঋগ্‌ভ্যঃ' জগ্রাহ 'ভুবঃ ইতি' ব্যাহৃতিং 'যজুর্ভ্যঃ' 'স্বঃ ইতি' ব্যাহৃতিং 'সামভ্যঃ' ॥ ৩

পুনরায় তিনি এই ত্রয়ী বিদ্যাকে আলোচনা করিলেন। সেই আলোচিত ত্রয়ী বিদ্যা হইতে সারভূত তত্ত্ব-সকল বাহির করিলেন। ভূঃ ঋগ্বেদ হইতে, ভুবঃ যজুর্ব্বেদ হইতে, স্বঃ সামবেদ হইতে।৩

তদ্যদৃক্তোরিষ্যেদ্ভূঃ স্বাহেতি গার্হপত্যে জুহুযাদৃচামেব তদ্রসেনর্চ্চাং বীর্য্যেণার্চ্চাং যজ্ঞস্য বিরিষ্টং সন্দধাতি। ৪।

অতঃ 'তৎ' তত্র যজ্ঞে 'যদি' 'ঋক্তঃ' ঋক্‌সম্বন্ধাদৃ-ভি্মিত্তং 'রিষ্যেৎ' যজ্ঞঃ ক্ষতং প্রাপ্নুয়াৎ 'ভূঃ স্বাহা ইতি গার্হপত্যে' অগ্নৌ 'জুহুয়াৎ' সা তত্র প্রায়শ্চিত্তিঃ। কথং 'ঋচাং এব' 'তৎ' ইতি ক্রিয়াবিশেষণং 'রসেন ঋচাং' 'বীর্য্যেন' ওজসা 'ঋচাং' 'যজ্ঞস্য ঋক্‌সম্বন্ধিনঃ যজ্ঞস্য 'বিরিষ্টং' বিচ্ছিন্নং 'সন্দধাতি' প্রতিসন্ধত্তে ॥ ৪

অতএব যজ্ঞকালে যদি ঋক্ সম্বন্ধীয় কোন ভ্রম হইয়া পড়ে, তবে "ভূঃ স্বাহা" এই বলিয়া গার্হপত্য অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে। ঋকেরই সেই রসের দ্বারা এবং ঋকেরই সেই বীর্য্যের দ্বারা ঋক যজ্ঞের অনিষ্ট পূরণ হইয়া যায়। ৪।

অথ যদি যজুষ্টোরিষ্যেদ্ভুবঃ স্বাহেতি দক্ষিণাগ্নৌ জুহুযাদ্যজুষামেব তদ্রসেন যজুষাং বীর্য্যেণ যজুষাং যজ্ঞস্য বিরিষ্টং সন্দধাতি।৫।

'অথ যদি' 'যজুষ্টঃ' যজুর্নিমিত্তং 'রিষ্যেৎ' 'ভুবঃ স্বাহা ইতি' 'দক্ষিণাগ্নৌ জুহুযাৎ' 'যজুষাং এব তৎ রসেন যজুষাং বীর্য্যেণ যজুষাং যজ্ঞস্য বিরিষ্টং সন্দধাতি' ॥৫

আর যদি যজুঃ সম্বন্ধীয় কোন ভ্রম হইয়া পড়ে, তবে "ভুবঃ স্বাহা" এই বলিয়া দক্ষিণাগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে। যজুরই সেই রসের দ্বারা এবং যজুরই সেই বীর্য্যের দ্বারা যজুঃ-যজ্ঞের অনিষ্ট পূরণ হইয়া যায়। ৫।

অথ যদি সামতোরিষ্যেৎ স্বঃ স্বাহেত্যাহবনীযে জুহুযাৎ সাম্নামেব তদ্রসেন সাম্নাং বীর্য্যেণ সাম্নাং যজ্ঞস্য বিরিষ্টং সন্দধাতি।৬।

'অথ যদি সামতঃ রিষ্যেৎ স্বঃ স্বাহা ইতি আহবনীযে জুহুয়াৎ সাম্নাং এব তৎ রসেন সাম্নাং বীর্য্যেণ সাম্নাং যজ্ঞস্য বিরিষ্টং সন্দধাতি' ॥ ৬

আর যদি সাম সম্বন্ধীয় কোন ভ্রম হইয়া পড়ে, তবে 'স্বঃ স্বাহা' এই বলিয়া আহবনীয় অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে। সামেরই সেই রসের দ্বারা সামেরই সেই বীর্য্যের দ্বারা সাম-যজ্ঞের অনিষ্ট পূরণ হইয়া যায়। ৬।

তদ্যথা লবণেন সুবর্ণং সন্দধ্যাৎ সুবর্ণেন রজতং রজতেন ত্রপু ত্রপুণা সীসং সীসেন লোহং লোহেন দারু দারু চর্ম্মণা। ৭।

'তৎ যথা' 'লবণেন সুবর্ণং সন্দধ্যাৎ' ক্ষারেণ টঙ্কণাদিনা খরেষু মৃদুত্বকরং হি তৎ। 'সুবর্ণেন রজতং' অশক্যসন্ধানং সন্দধ্যাৎ। 'রজতেন ত্রপু' 'ত্রপুণা সীসং' 'সীসেন লোহং' 'লোহেন দারু দারু চর্ম্মণা' ॥৭

যেমন খারের দ্বারা সুবর্ণের গঠন মৃদু হয় এবং সুবর্ণের দ্বারা রজতের, রজতের দ্বারা টিনের, টিনের দ্বারা সীসার, সীসার দ্বারা লোহার, লোহার দ্বারা কাষ্ঠের এবং চর্ম্মের দ্বারা কাষ্ঠের গঠন মৃদু হয়। ৭।

এবমেষাং লোকানামাসাং দেবতানামস্যাস্ত্রয্যা বিদ্যাযা বীর্য্যেণ যজ্ঞস্য বিরিষ্টং সন্দধাতি। ভেষজকৃতোহবা এষ যজ্ঞো যত্রৈবংবিদ্‌ব্রহ্মা ভবতি ॥ ৮ ॥

'এবং এষাং লোকানাং আসাং দেবতানাং অস্যাঃ ত্রয্যাঃ বিদ্যাযাঃ বীর্য্যেণ যজ্ঞস্য বিরিষ্টং সন্দধাতি'। 'ভেষজকৃতঃ হবা এষঃ যজ্ঞঃ' রোগার্ত্তইব পুমাংশ্চিকিৎসকেন সুশিক্ষিতেনেষ যজ্ঞোভবতি। কোহসৌ। 'যত্র' যস্মিন্ যজ্ঞে 'এবম্বিৎ' যথোক্তব্যাহৃতিহোমপ্রায়শ্চিত্তবিৎ 'ব্রহ্মা ভবতি' স যজ্ঞ ইত্যর্থঃ। ৮

এই প্রকারে এই লোকদিগের এবং ঐ দেবতাদিগের, ত্রয়ীবিদ্যার বীর্য্যের দ্বারা, যজ্ঞের অনিষ্ট পূরণ হইয়া যায়। ঔষধ দ্বারা রোগ-শান্তির ন্যায় সে যজ্ঞ অনিষ্ট হইতে মুক্ত হয় যে যজ্ঞের ব্রহ্মা ঋত্বিক এই প্রায়শ্চিত্ত জানেন। ৮।

এষহবা উদক্‌প্রবণোযজ্ঞোযত্রৈবংবিদ্‌ব্রহ্মা ভবত্যেবংবিদং হবাএষা ব্রহ্মাণমনুগাথা যতোযত আবর্ত্ততে তত্তদ্গচ্ছতি। ৯।

কিঞ্চ 'এষঃ হ বৈ' 'উদক্‌প্রবণঃ' 'উদক্' নিম্নোদক্ষিণোচ্ছ্রায়ঃ 'যজ্ঞঃ' ভবতি। উত্তরমার্গং প্রতি হেতুরিত্যর্থঃ। 'যত্র এবংবিৎ ব্রহ্মা ভবতি' 'এবংবিদং হবৈ ব্রহ্মাণং ঋত্বিজং প্রতি 'এষা অনুগাথা' ব্রহ্মণঃ স্তুতি

পরা। 'যতঃ যতঃ আবর্ত্ততে' কর্ম্মপ্রদেশাৎ। ঋত্বিজাং যজ্ঞঃ ক্ষতীভবংস্তত্তদ্যজ্ঞস্য ক্ষতরূপং প্রতি সন্দধৎ প্রায়শ্চিত্তেন 'তৎ তৎ গচ্ছতি' পরিপালয়তি। ৯

যে যজ্ঞে এই প্রকার বিদ্বান্ ব্রহ্মা থাকেন সে যজ্ঞকে উদক্‌প্রবণ কহে। এই প্রকার বিদ্বান ব্রহ্মার প্রতি এই রূপ স্তুতি আছে যে যেখানে যেখানে যজ্ঞের ক্ষতি সেই সেই স্থানই তিনি রক্ষা করেন। ৯।

মানবোব্রহ্মৈবৈকঋত্বিক্কুরূনথাহভিরক্ষতোবংবিদ্ধবৈ ব্রহ্মা যজ্ঞং যজমানং সর্ব্বাংশ্চর্ত্বিজোহভিরক্ষতি তস্মাদেবংবিদমেব ব্রহ্মাণং কুর্ব্বীত নানেবংবিদং নানেবংবিদং। ১০।

এতৎ 'মানবঃ ব্রহ্মা এব' মৌনাচরণাম্মননাদ্বা জ্ঞানবত্তোব্রহ্মৈব 'একঃ ঋত্বিক্' 'কুরূন্' কর্ত্তৃন 'অভিরক্ষতি' যোদ্ধৃনারূঢ়ান্ 'অশ্বা' বডবা যথা অভিরক্ষতি তথা। 'এবংবিৎ হ বৈ ব্রহ্মা যজ্ঞং যজমানং সর্ব্বান্ চ ঋত্বিজঃ অভিরক্ষতি' তৎকৃতদোষাপনয়নাৎ। যত এবং বিশিষ্টোব্রহ্মা বিদ্বান্ 'তস্মাৎ এবংবিদং এব যথোক্তব্যাহৃত্যাদিবিদং 'ব্রহ্মাণং কুর্ব্বীত' 'ন অনেবং বিদং ন অনেবংবিদং' কদাচনেতি। দ্বিরভ্যাসোহধ্যায় সমাপ্ত্যর্থঃ। ১০।

যোটকী যেমন যুদ্ধেতে আরোহিকে রক্ষা করে মানব ব্রহ্মা সেইরূপ কর্ম্মকর্ত্তাগণকে রক্ষা করেন। এইরূপ জ্ঞানবিশিষ্ট ব্রহ্মা যজ্ঞ, যজমান এবং অন্যান্য ঋত্বিকগণকে রক্ষা করেন অতএব এইরূপ জ্ঞানী ব্রহ্মাকেই যজ্ঞে বৃতী করিবেক। অজ্ঞ ব্যক্তিকে বৃতী করিবেক না, অজ্ঞ ব্যক্তিকে বৃতী করিবেক না। ১০।

ঈশ্বরের স্বরূপ।

ঈশ্বর অনন্ত ও পরিপূর্ণ। তিনি যেমন অনন্ত তাঁহার লক্ষণ সকলও অনন্ত। তাঁহার শক্তি অনন্ত, তাঁহার জ্ঞান অনন্ত, তাঁহার করুণা অনন্ত। তিনি একমাত্র অদ্বিতীয়, তাঁহার কেহ সমান নাই, তাঁহা অপেক্ষা কেহ শ্রেষ্ঠ নাই। তিনি নিরাকার; তাঁহার শরীর নাই, তাঁহার শিরা নাই, তাঁহার স্নায়ু নাই। তিনি অনন্ত-দেশ-ব্যাপী, তিনি অনন্ত কাল বিদ্যমান। তিনি আত্মার আত্মা, তিনি পরমাত্মা। সেই পরমাত্মাতে আমাদিগের ক্ষুদ্র আত্মা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, এবং তিনি তাহাতে নিয়ত শুভ বুদ্ধি প্রেরণ করিতেছেন। তিনি আমাদিগের পিতা, মাতা, বন্ধু। তাঁহারই মাতৃক্রোড়ে স্থাপিত হইয়া আত্মা অনন্তকাল উন্নত হইতেছে। তিনি সুনির্ম্মল শান্তির উদ্দেশে ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হইয়াছেন। তিনি জগৎ-সংস্থিতি জন্য ধর্ম্মের নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন। এই ধর্ম্মের নিয়ম লোকভঙ্গ-নিবারণার্থ সেতুস্বরূপ হইয়াছে। এই পরমাত্মাই আমাদিগের একমাত্র উপাস্য দেবতা, পাপের পরিত্রাতা, এবং অক্ষয়-মুক্তি-দাতা।

নিশীথ-চিন্তা।

(৪৬। সংখ্যক পত্রিকার ৫৬ পৃষ্ঠার পর।)

(৯)

আমরা এই মাত্র বলিলাম প্রত্যেক বস্তুর আধ্যাত্মিকতা অনুসারে তাহার সৌন্দর্য্য, আর মানুষের আধ্যাত্মিকতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তজ্জন্য মানুষের ন্যায় সুন্দর বস্তু পৃথিবীতে আর নাই, তবে কেন অদূরে প্রস্ফুটিত জ্যোৎস্নাবিধৌত ঐ গোলাপ ফুলের যেরূপ বিমল উজ্জ্বল সৌন্দর্য্য, প্রত্যেক মানুষের মুখশ্রীতে সেইরূপ সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই না? গোলাপ ফুল দেখিয়াই যেমন আমরা বলিয়া উঠি, "আহা, কি সুন্দর!" তেমনি প্রত্যেক মানুষের মুখশ্রী দেখিয়াই কেন আমরা বলিতে পারি না "আহা, কি সুন্দর!" ইহার কারণ এই যে অধিকাংশ মানুষ ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া, পাপাচরণ করিয়া আপনাদিগের স্বাভাবিক আধ্যাত্মিকতা মলিন করিয়াছে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্য্যও হারাইয়াছে। ফুল জড় পদার্থ, মানুষ স্বাধীন

জীব। ফুলের ঈশ্বর-প্রদত্ত যে আধ্যাত্মিকতা আছে সে তাহা হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতে পারে না, কিন্তু মানুষের সে ক্ষমতা আছে। মানুষ ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিয়া স্বীয় আধ্যাত্মিকতা ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে কিম্বা ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া তাহাকে বিকৃত ও মলিন করিয়া ফেলিতে পারে। অধিকাংশ মনুষ্য ঈশ্বরের অবাধ্য পাপাচারী, তাই তাহাদের আধ্যাত্মিকতা ও সৌন্দর্য্য নিষ্প্রভ ও মলিন হইয়া গিয়াছে, তাই ঐ সামান্য জড় বস্তু যে গোলাপ ফুল তাহা সৌন্দর্য্যে অনেক মানুষকে অতিক্রম করিয়াছে। কিন্তু যে ব্যক্তি স্বীয় সমস্ত কর্ত্তব্য পালন দ্বারা, ধর্ম্মাচরণ দ্বারা আপনার স্বাভাবিক আধ্যাত্মিকতা রক্ষা ও পোষণ করিয়া আসিতেছে তাহার সৌন্দর্য্যের সহিত গোলাপের সৌন্দর্য্যের তুলনাই হয় না। সেই পুণ্যাত্মার মুখের সৌন্দর্য্য যেমন পবিত্র, যেমন মহৎ ও স্বর্গীয়-ভাব-পূর্ণ, যেমন গভীর-অর্থপূর্ণ ভাবব্যঞ্জক ও যেমন-জীবন্ত, অতি সুন্দর গোলাপের সৌন্দর্য্য কোন অংশেই সেরূপ নহে। যিনি এক জন যথার্থ ঈশ্বরানুরাগী, ঈশ্বরের সমস্ত-নিয়ম-পালনকারী ব্যক্তিকে দেখিয়াছেন তিনি স্বীয় মনশ্চক্ষু দ্বারা সেই মহাপুরুষের আত্মার সৌন্দর্য্য এবং চর্ম্ম-চক্ষু দ্বারা তাঁহার শরীরের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মোহিত হইয়াছেন, এবং "মানুষ এ পৃথিবীর সকল বস্তু অপেক্ষা সুন্দর" এই বাক্যের যথার্থতা বুঝিয়াছেন।

(১০)

সৌন্দর্য্য আনন্দের প্রস্রবণ, একটি প্রকৃত সুন্দর বস্তু আনন্দের ভাণ্ডার, এই জন্য আমাদের পক্ষে সৌন্দর্য্যের আকর্ষণ-শক্তি অতি প্রবল। সৌন্দর্য্য-লিপ্সা আমাদের সকলের হৃদয়ে বর্ত্তমান। মনুষ্য মাত্রেই সৌন্দর্য্য-পিপাসু। আমাদের সকলের হৃদয়ে একটি না একটি সৌন্দর্য্যের আদর্শ আছে, সেই আদর্শ সর্ব্বদা আমাদের সম্মুখে মনোহর সুন্দর বেশে প্রকাশিত হয় এবং তাহার সৌন্দর্য্য দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই আমরা তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হই। আমাদের মধ্যে কাহার আদর্শ সৌন্দর্য্য হয়ত ইন্দ্রিয়-সুখ, কাহার বা ঐশ্বর্য্য, কাহার বা উচ্চ পদ, কাহার বা যশমান, কিন্তু কিছুকাল আমরা এরূপ আদর্শ সৌন্দর্য্যের অনুসরণ করিয়া দেখি যে তাহার সৌন্দর্য্য স্থায়ী প্রকৃত সৌন্দর্য্য নহে এবং বিমলানন্দের প্রস্রবণ না হইয়া ক্রমে ক্রমে বিষাদের কারণ হইয়া উঠে। যখন আমরা জানিতে পারি যে ইন্দ্রিয়সুখ বা ঐশ্বর্য্য, উচ্চপদ বা যশমান আমাদের আদর্শ সৌন্দর্য্য হইতে পারে না, তখন আমাদের আত্মা এক উচ্চতর মহত্তর পূর্ণ প্রকৃত সৌন্দর্য্যের জন্য লালায়িত হয়। সেই উচ্চতর পূর্ণ সৌন্দর্য্য ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য, পবিত্রতা ও পুণ্যের সৌন্দর্য্য। যতকাল না আমরা পবিত্রতা ও পুণ্যের সৌন্দর্য্য সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিব, যতকাল না আমরা পূর্ণ সৌন্দর্য্য স্বরূপ ঈশ্বরের অনুপম মহান সৌন্দর্য্য আদর্শ সৌন্দর্য্য বলিয়া গ্রহণ করিব, ততকাল আমাদের স্বভাবসিদ্ধ সৌন্দর্য্য-লিপ্সা চরিতার্থ হইবে না, ততকাল আমরা আমাদের আদর্শ-সৌন্দর্য্য-লাভ-জনিত বিমল ভূমানন্দ লাভ করিতে সক্ষম হইব না।

(১১)

অবিশ্বাসী, সংশয়বাদী ও নাস্তিকদিগের সহিত ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে তর্ক করিতে গেলে তাঁহারা প্রশ্ন করেন যে যদি বল যে স্রষ্টা না থাকিলে কিছুই সৃষ্টি হইতে পারে না এবং ঈশ্বর এই সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি ঈশ্বরকে সৃষ্টি করিল কে? সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক জনষ্টুয়ার্ট মিলের পিতা খ্যাতনামা দার্শনিক জেমস

মিলকে কেহ সর্ব্বস্রষ্টা ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানিতে বলিলে তিনি এই প্রশ্ন করিতেন। যাঁহারা এইরূপ প্রশ্ন করেন তাঁহারা ঈশ্বর শব্দের অর্থ সম্যকরূপে না বুঝিয়া এইরূপ প্রশ্ন করিয়া থাকেন। ঈশ্বর কাহাকে বলে ইহা জানিয়া তৎপরে জিজ্ঞাসা করা উচিত তাঁহার স্রষ্টা কে? ঈশ্বর বলিলেই এক অনন্ত শক্তি ও অনন্ত-জ্ঞান-সম্পন্ন পূর্ণ পুরুষকে বুঝায়। অনন্তত্ব ও পূর্ণত্বেই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব। ঈশ্বর যখন অনন্ত ও পূর্ণ স্বরূপ তখন "ঈশ্বরের স্রষ্টাকে?" এই প্রশ্ন হইতে পারে না। যাঁহার অনন্ত শক্তি ও অনন্ত জ্ঞান আর যিনি পূর্ণস্বভাব তাঁহার যদি রক্ষপত্র, সূর্য্য চন্দ্র, পশু মনুষ্যের ন্যায় স্রষ্টার আবশ্যক হইবে তবে তাঁহার অনন্তত্ব ও তাঁহার পূর্ণত্ব—তাঁহার ঈশ্বরত্ব কোথায় রহিল। ঈশ্বরের যদি স্রষ্টাই থাকিবে তবে তাঁহাকে ঈশ্বর বলিব কেন? ঈশ্বরের পূর্ণ স্বভাবেই—ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বেই—তিনি যে সৃষ্ট নহেন, তাঁহার যে স্রষ্টা সম্ভবে না, তাহার প্রমাণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। ঈশ্বর শব্দের অর্থ না বুঝা হইতেই "ঈশ্বরের স্রষ্টা কে?" এই প্রশ্নের উৎপত্তি। ঈশ্বর শব্দের প্রকৃত অর্থ বিকৃত না করিলে এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে না।

(১২)

ঈশ্বর যে কিছু কার্য্য করেন, তাহাতে তাঁহাকে কোন বস্তুরই সাহায্য লইতে হয় না। তাঁহার চিন্তাই তাঁহার কার্য্য। আমাদিগকে কোন কার্য্য করিতে হইলে প্রথমে তাহা কিরূপে করিব কত ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহা স্থির করি, পরে তাহা সম্পাদন করিতে কত সময় কাটিয়া যায়, কোন কোন সংকল্পিত কার্য্য সমস্ত জীবনেও করিয়া উঠিতে পারি না। কিন্তু অনন্ত স্বরূপ ঈশ্বর সম্বন্ধে সেরূপ নহে। তিনি যেমনি চিন্তা করিলেন অমনি তাহা কার্য্যে পরিণত হইল। পূর্ব্বে এই বিশ্বসংসার কিছুই ছিল না, জগদীশ্বর চিন্তা করিলেন, আর অমনি এই বিশ্ব সৃষ্ট হইল। ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করিলেন ইহা না বলিয়া ঈশ্বর এই জগৎ চিন্তা করিলেন বলিলে অনেকটা ঠিক বলা হয়। অনন্ত যাঁহার শক্তি, অনন্ত যাঁহার জ্ঞান, তাঁহার পক্ষে এইরূপ হওয়াই সম্ভব।

(১৩)

অদ্বৈতবাদী ইউরোপীয় দার্শনিক স্পিনোজা (Spinoza) বলেন যে ঈশ্বরের দুইটি গুণ আছে—চিন্তা ও বিস্তৃতি (Extension) ঈশ্বরের বিস্তৃতি অর্থাৎ এই সৃষ্ট জগৎ তাঁহার দৃশ্যমান চিন্তা। বাস্তবিক প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তু ঈশ্বরের এক একটি চিন্তা। মানুষ, পক্ষী, বৃক্ষ, পুষ্প, চন্দ্র, তারকা স্রোতস্বতী প্রত্যেক বস্তুই ঈশ্বরের এক একটি চিন্তা। এই সকল ঐশ্বরিক চিন্তার যে এক একটি গূঢ় মহান অর্থ আছে তাহা আমাদের ঐহিক জীবনের অনুন্নত ক্ষুদ্র জ্ঞানে আমরা বুঝিতে সক্ষম হই না।

(১৪)

সুখের জন্য শান্তির জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা আমাদের চক্ষে নীচ বলিয়া বোধ হয়। "হে ঈশ্বর! এ দুঃখী সন্তানের প্রতি কৃপা কর, আমার সব দুঃখ হরণ কর, আমাকে সুখ শান্তি প্রেরণ কর" এরূপ প্রার্থনা ক্ষীণতা ও নীচাশয়তা প্রকাশ করে। প্রার্থনার বিষয় উচ্চ ও মহৎ হওয়া উচিত। পবিত্র হইবার জন্য, ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনে মতি হইবার জন্য, আধ্যাত্মিক বল লাভ জন্য, জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত করিবার জন্য, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করাই সঙ্গত। এরূপ প্রার্থনা সম্পূর্ণ রূপে আধ্যাত্মিক জগতের নিয়মানুকারী কিন্তু সুখ শান্তির জন্য প্রার্থনা তাহা নহে।

(১৫)

পাপের পথ নিম্নগামী ও অতি পিচ্ছিল। ঐ পথে একবার প্রবেশ করিলে অতি শীঘ্র ও সহজেই অধোগামী হইতে হয়, আর ধর্ম্মের পথ উচ্চগামী, বন্ধুর ও দুরারোহ। সে পথে প্রবেশ করিলে তাহাতে অতি বিলম্বে ও কষ্টে অগ্রসর হওয়া যায়। ধর্ম্মের উচ্চগামী পথে প্রবেশ করিয়া অগ্রসর হওয়া যেমন কঠিন, পাপের নিম্নগামী পথে প্রবেশ করিয়া অধোগামী না হওয়া তেমনি কঠিন। পাপে পতিত হইয়া তাহা হইতে বিরত হওয়া এবং ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়া তাহা হইতে বিচ্যুত না হওয়া ক্ষীণ মনুষ্যের পক্ষে এত কঠিন যে স্বীয় সমস্ত আত্মপ্রভাব ও ঈশ্বর-প্রসাদের একত্রীভূত ক্ষমতা ভিন্ন উহাতে সুসিদ্ধি লাভের সম্ভাবনা নাই।

(১৬)

যিনি ঈশ্বরের জন্য সংসার পরিত্যাগ করেন এবং যিনি সংসারের জন্য ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা উভয়েই ভ্রমান্ধ।

(১৭)

ঈশ্বরে যাঁহার স্থির বিশ্বাস তিনি কদাপি আশাশূন্য ভরসাশূন্য হইয়া শূন্য হৃদয়ে হাহাকার করেন না। যিনি ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপে যথার্থ বিশ্বাস করেন তিনি সংসার-সমুদ্রে ঈশ্বরকে তাঁহার জীবন-তরীর নঙ্গর করিয়াছেন, তবে তিনি কেন আশা হারাইবেন।

পাতঞ্জল দর্শন।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

ভাষ্য। অথোপায়দ্বয়েন নিরুদ্ধচিত্তবৃত্তেঃ কথমুচ্যতে সংপ্রজ্ঞাতঃ সমাধিরিতি ;—

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য,—অভ্যাস ও বৈরাগ্য এই দুইটি উপায় দ্বারা চিত্তবৃত্তি সকলের নিরোধ হয়, বুঝিলাম। তাহার পর? সেই নিরুদ্ধ চিত্তের সংপ্রজ্ঞাত সমাধি হয় কিরূপে? এতদুত্তরে,—

১৭ সূং। ১ পাঃ

বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতারূপানুগমাৎ সংপ্রজ্ঞাতঃ।

বিতর্ক বিচার আনন্দ ও অস্মিতা, চিত্ত এই চারিটিতে অনুগত হইলে সংপ্রজ্ঞাত হয়। অর্থাৎ সংপ্রজ্ঞাত-সমাধি-সম্পন্ন হইতে চাও ত, তোমার নিরুদ্ধ চিত্তকে বিতর্কাদি ক্রমে, ক্রমশঃ চার প্রকার অবস্থাতে অবস্থিত কর। উক্ত চার প্রকার অবস্থাই সংপ্রজ্ঞাতের।

বিতর্কশ্চিত্তস্যালম্বনে স্থূল আভোগঃ। সূক্ষ্মো বিচারঃ। আনন্দোহ্লাদঃ। একাত্মিকা সংবিদ স্মিতা।

সংপ্রজ্ঞাত সমাধি ত্রিবিধ। গ্রাহ্য বিষয়ক সমাধি, গ্রহণ বিষয়ক সমাধি এবং গ্রহীতৃ বিষয়ক সমাধি *। গ্রাহ্য, গ্রহণ বিষয় মাত্রই। গ্রহণ বিষয় দ্বিবিধ স্থূল ও সূক্ষ্ম। পঞ্চ মহাভূত বা তন্নির্ম্মিত পদার্থ স্থূল গ্রাহ্য বিষয়। শব্দাদি তন্মাত্রা সকল, বুদ্ধি, ও প্রধান, এ সকল সূক্ষ্ম গ্রাহ্য বিষয়। ফলতঃ স্থূলই হউক আর সূক্ষ্মই হউক, গ্রাহ্য বিষয়ক চিত্তের একাগ্রতাই গ্রাহ্য সমাধি। গ্রাহ্য সমাধি দ্বিবিধ। সবিতর্ক ও সবিচার। স্থূল গ্রাহ্য বিষয়ক গ্রাহ্য সমাধিকে সবিতর্ক ও সূক্ষ্ম গ্রাহ্য বিষয়ক গ্রাহ্য সমাধিকে সবিচার কহে। নিরুদ্ধ চিত্তের স্থূল বিষয়ে ভাবনা করাই বিতর্ক। এবং সূক্ষ্ম বিষয়ে অর্থাৎ স্থূলের কারণ শব্দাদি তন্মাত্রা সকলে ভাবনা করাই বিচার। ইন্দ্রিয়গণকে গ্রহণ ও আত্মাকে গ্রহীতা বলিয়া জান। সুখ দুঃখাদির উপভোক্তা ও গ্রহীতা সমানই কথা। গ্রহীতৃস্বরূপ আত্মার সহিত বুদ্ধির যে একাত্মতা-বোধ তাহারই নাম অস্মিতা।

* এই ত্রিবিধই বিতর্কাদিভেদে চতুর্ব্বিধ। গ্রাহ্য বিষয়ক সমাধিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। এই জন্যই মূলতঃ ত্রিবিধ হইলেও চতুর্ব্বিধ।

সাত্ত্বিক অহংতত্ত্বের দুই মূর্ত্তি, স্থূল ও সূক্ষ্ম। গ্রহণ বা ইন্দ্রিয়গণই তাহার স্থূল মূর্ত্তি ইহা কার্য্য ভূত। গ্রহীতা অস্মিতাই সূক্ষ্ম মূর্ত্তি—ইহা কারণ ভূত। সাত্ত্বিক অহংতত্ত্ব সুখাত্মক। সুখদায়ক হইলেই এ শাস্ত্রে সুখাত্মক। এই সুখাত্মক অহং হইতে ইন্দ্রিয় সকলের (গ্রহণ যাহাদের সংজ্ঞা করা হইয়াছে) উৎপত্তি, সুতরাং ইন্দ্রিয় সকলও সুখাত্মক। সুখেরই নাম হ্লাদ বা আহ্লাদ। হ্লাদ বা আহ্লাদ আনন্দকে কহে। এ আনন্দ ভূমানন্দও নহে, বিষয়ানন্দও নহে। এ আনন্দ তৃতীয় প্রকার,—ইহাকে গ্রহণানন্দ বা জ্ঞানানন্দ বলা যাইতে পারে। এই গ্রহণানন্দানুগত সমাধিই সানন্দ সংপ্রজ্ঞাত। সানন্দ সংপ্রজ্ঞাতকে যোগিগণ গ্রহণ বিষয়ক সমাধি বলিয়া অবগত আছেন। গ্রহণ যত প্রকার, গ্রহণ সমাধিও তত প্রকার। শ্রোত্রাদি পাঁচ, রাগাদি পাঁচ ও মন, সর্ব্বসমেত গ্রহণ একাদশ প্রকার, সুতরাং গ্রহণ সমাধিও একাদশ প্রকার। ফলতঃ এস্থলে ইহাও জ্ঞাত করা আবশ্যক, যে গ্রহণ বিষয়ক সমাধি বলিতে স্থূল অহংতত্ত্বানুগত সমাধিই বুঝায়। এইরূপ যখন সংপ্রজ্ঞাত, সূক্ষ্ম অহংতত্ত্বানুগত হইবে, তখন ইহাকে অস্মিতামাত্র সমাধি বলিয়া স্থির রাখ। অস্মিতা পদার্থ, গ্রহীতৃ স্বরূপ আত্মারই মধ্যে ধর্ত্তব্য। যেহেতু বুদ্ধি-নিহিত প্রতিফলিত আত্মাই অস্মিতার স্বরূপ। অতএব অস্মিতামাত্র সমাধিকে অনায়াসে গ্রহীতৃ বিষয়ক সমাধি বলিয়া স্থির করিতে পার।

শেষের আনন্দানুগত ও অস্মিতামাত্র ওই দুইটি সমাধি যোগিগণের ন্যায় তৌষ্টিক গণেরও হইয়া থাকে, কিন্তু ফলে স্বর্গমর্ত্ত্য তারতম্য। যোগীগণ এই আনন্দানুগত বা অস্মিতামাত্রানুগত সমাধির দ্বারা অতি অল্প আয়াসেই অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি লাভ করেন। অনন্তর তাঁহাদের কৈবল্য পদ অনন্ত কালের জন্য উপস্থিত হয়, অর্থাৎ তাঁহাদের উন্নতির সীমা নাই, অসীম, অনন্ত। পক্ষে তৌষ্টিকগণের উন্নতির সীমা আছে। অর্থাৎ আনন্দানুগত-সমাধি-ফলে বিদেহ (দেহ-রহিত) ইন্দ্রিয়গণে বৈদেহ্য ভাব প্রাপ্তি এবং অস্মিতামাত্র সমাধি-ফলে অস্মিতারূপি প্রকৃতিতে প্রকৃতিলয়ত্ব প্রাপ্তি এ দুই-ই কৈবল্য পদের ন্যায় হইলেও কিছুদিনের জন্য;—সীমাবদ্ধ; যোগীগণের ন্যায় অনন্ত কালের জন্য,—অসীম নহে। ইহার কারণ তৌষ্টিকগণের ভ্রমই প্রধান। তাঁহাদের যদি ইন্দ্রিয়গণকে দেহরহিত জ্ঞানস্বরূপ দেখিয়া আত্মাভ্রমে সেই মাত্রে সন্তোষ না হইত, এইরূপে কোন কোন তৌষ্টিকগণের যদি প্রকৃতিকে বিদেহ, বুদ্ধিবোধ স্বরূপ দেখিয়া আত্মাভ্রমে সেইমাত্রে সন্তোষ না হইত, তবে কেন আর তাঁহাদের এরূপ সীমাবদ্ধ উন্নতি হইত। এ সকল কথা উত্তরোত্তর ক্রমশই স্পষ্ট হইতেছে। অতএব ভরসা করি, পাঠকগণ হঠাৎ অবসাদ প্রাপ্ত হইবেন না।

ভাষ্য। তত্র প্রথমচতুষ্টয়ানুগতঃ সমাধিঃ সবিতর্কঃ। দ্বিতীয়োবিতর্কবিকলঃ সবিচারঃ। তৃতীয়োবিচারবিকলঃ সানন্দঃ। চতুর্থস্তদ্বিকলোঽস্মিতামাত্র ইতি। সর্ব্বএতে সালম্বনাঃ সমাধয়ঃ॥ ১৭

পরিণামবাদী সাংখ্যগণের মতে কার্য্য, কারণ হইতে একেবারে স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, কারণ-বস্তুর স্থূল পরিণামই কার্য্য। সুতরাং কার্য্যের কারণ কার্য্যের সূক্ষ্ম ভাগ মাত্র। এই যুক্তিতে ইহাঁদের মতে কার্য্য মাত্রই আপন আপন কারণে আছে। কারণকে ছাড়িয়া কার্য্য থাকিতে পারে না *। অর্থাৎ স্থূল বস্তু সকল আপন আপন সূক্ষ্ম ভাগ সকল কি পরি-

* নৈয়ায়িকগণ যাহাকে সমবায়ি কারণ কহেন এ সেই কারণের কথা।

ত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে? কখনই না। তবে কার্য্যের গুণই কার্য্যের কারণ অর্থাৎ কার্য্যের সূক্ষ্ম ভাগ। যেমন আকাশ ইহা একটি কার্য্য। ইহার গুণ—শব্দ। এই গুণ—শব্দই ইহার কারণ অর্থাৎ সূক্ষ্ম ভাগ। এখন বল,কার্য্য কি কখন আপন গুণ ছাড়িয়া থাকিতে পারে? সেই গুণই তাহার কারণ! এই রূপে সেই গুণও আবার আপন কারণে, সেও আবার তাহার কারণে এবংবিধ প্রকারে একটি সামান্য দৃশ্য কার্য্যও মূল প্রকৃতিতে পর্য্যন্ত আছে। এ সমস্তই অনুলোম ক্রমে, বিলোম ক্রমে বুঝিবে না। যেহেতু কারণ ব্যাপক কার্য্য ব্যাপ্য †। বিলোম ক্রমে বিদ্যমানতা স্বীকার করিলে, অসীম প্রকৃতিকেও সসীম কার্য্যে থাকিতে হয় কিন্তু তাহা অসম্ভব। সসীম কার্য্যেরই অসীম প্রকৃতিতে বিদ্যমানতা সম্ভব। এই যুক্তিমূলকই কার্য্যের কারণ-পরম্পরাতে বিদ্যমানতার ন্যায়, কারণের কার্য্য-পরম্পরাতে বিদ্যমানতা আর স্বীকৃত হইল না।

যাহা হউক এক্ষণে প্রকৃতে আসা যাউক, প্রকৃতে সবিতর্ক সমাধি, বিতর্ক বিচার আনন্দ ও অস্মিতা চতুষ্টয়ানুগত, এবং সবিচার সমাধি, বিচার আনন্দ ও অস্মিতা, এই ত্রিকানুগত, এই রূপে সানন্দ সমাধি আনন্দ ও অস্মিতা এই দ্বিকানুগত এবং অস্মিতামাত্র সমাধি কেবল অস্মিতানুগত এই রূপ বক্তব্য। ইহাতে যুক্তি এই, বিতর্ক নিরুদ্ধ চিত্তের এক প্রকার ভাবনাকে কহে, অর্থাৎ যে ভাবনার ভাব্য বিষয় স্থূল। স্থূল যখন ভাব্য হইল তখন তাহার কারণ সূক্ষ্ম ভাগ, ও তৎকারণ গ্রহণ ভাগ; আবার তাহারও কারণ গ্রহীতা—অস্মিতা ভাগ,—সমস্তই ভাব্য হইল। যেহেতু ভাব্য স্থূল, অস্মিতা প্রকৃতির সর্ব্বশেষের কার্য্য। সুতরাং এ, উপর উপরকার সকল কারণকেই স্পর্শ করিয়া আছে। অতএব এখন ইহা নিশ্চয় হইল যে, সবিতর্ক সমাধি, বিতর্ক বিচার আনন্দ ও অস্মিতা এই চারিটিকে লইয়াই হয়। এই রূপে সবিচার প্রভৃতি অপর তিনটির সম্বন্ধেও বুঝিবে। সবিচারের ভাব্য সূক্ষ্ম,—একটা ছাড়িয়া গেল, তিনটি রহিল, সুতরাং সবিচার ত্রিকানুগত। সানন্দের ভাব্য ইন্দ্রিয়, স্থূল সূক্ষ্ম গ্রাহ্য বিষয় দুইটি ছাড়িয়া গেল, দুইটি রহিল, আনন্দ ও তাহারও কারণ অস্মিতা; সুতরাং সানন্দ—দ্বিকানুগত। অস্মিতামাত্রের ভাব্য অস্মিতা; তিনটি ছাড়িয়া গেল, স্থূল সূক্ষ্ম ও ইন্দ্রিয়। অবশিষ্ট একটি মাত্র রহিল অর্থাৎ যেটি ভাব্য সেই মাত্র, সুতরাং ইহা একানুগত। এ সকল, সমস্তই সালম্বন সমাধি জানিবে। অর্থাৎ ধ্যেয় মাত্র অবলম্বন থাকে। সেটুকুও যখন যাইবে তখন নিরালম্বন সমাধি হইবে ॥১৭॥

ভাষ্য। অথাসংপ্রজ্ঞাতসমাধিঃ কিমুপায়ঃ কিংস্বভাবোবেতি,—

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি সাধনে কোন্ উপায় অবলম্বনীয় এবং ইহার স্বরূপই বা কি? এতদুত্তরে,—

১ পাঃ সূঃ ১৮।

বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বঃ সংস্কারশেষোঽন্যঃ।

বিরাম প্রত্যয়ের অভ্যাসই উপায়। বিরাম প্রত্যয়ের অভ্যাস পরবৈরাগ্যকে কহে। ক্রমশঃ স্পষ্ট হইবে। নিরুদ্ধ চিত্তের সংস্কারমাত্রাবশেষই অসংপ্রজ্ঞাত সমাধির স্বভাব অর্থাৎ স্বরূপ।

ভাষ্য। সর্ব্ববৃত্তিপ্রত্যস্তময়ে সংস্কারশেষোনিরোধচিত্তস্য সমাধিরসংপ্রজ্ঞাতঃ। তস্য পরং বৈরাগ্যমুপায়ঃ। সালম্বনোহ্যভ্যাসস্তৎসাধনায় ন কল্পত ইতি বিরামপ্রত্যয়োনির্ব্বর্ত্তক আলম্বনী ক্রিয়তে সচার্থশূন্যস্তদভ্যাসপূর্ব্বকং হি চিত্তং নিরালম্বনমভাবপ্রাপ্তমিব ভবতীত্যেষ নির্ব্বীজঃ সমাধি রসংপ্রজ্ঞাতঃ ॥১৮

† ব্যাপ্য, ব্যাপকের মধ্যে থাকে কিন্তু ব্যাপকের ব্যাপ্যের মধ্যে থাকা অসম্ভব।

বৃত্তি সকলের অভাবকে বিরাম কহে। যে অভাব করে তাহারই নাম প্রত্যয়। অভাব অত্যন্তাভাব নহে, নিরোধ মাত্র। যখন বৃত্তি সকলের একেবারে নিরোধ হইবে তখন চিত্তে সংস্কার মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। সেই চিত্তই, প্রকৃত নিরুদ্ধ চিত্ত। নিরুদ্ধ চিত্তের এবংবিধ প্রকার সংস্কার মাত্রাবশেষ-কেই অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি বলিয়া অবগত হও। ইহার উপায় পরবৈরাগ্য। বিরাম প্রত্যয়ের অভ্যাস করাই পরবৈরাগ্যের প্রকৃত স্বভাব। পরবৈরাগ্যের লক্ষণ অপর বৈরাগ্যের লক্ষণের অব্যবহিত পরেই বলা হইয়াছে। সালম্বন অভ্যাস সালম্বন সমাধিরই উপায় হইতে পারে, নিরালম্বন সমাধির আর কিরূপে হইবে। বিরাম-প্রত্যয় বা পর-বৈরাগ্য যে নিরালম্বন উপায় ইহা নিঃসন্দেহ। কেননা ইহার অবলম্বনীয় নির্ব্বস্তুক মাত্র। অর্থাৎ বিষয়শূন্য,—জ্ঞান-প্রসাদ মাত্র। যে নিরোধ চিত্তে ঈদৃশ অভ্যাস, উপায় রূপে পরিগৃহীত হয় সে চিত্তও নিরালম্বন হয়। অর্থাৎ অভাব-প্রাপ্তের ন্যায় হইয়া পড়ে। এই অবস্থার সমাধির নাম অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি। এই অবস্থার সমাধির নাম নিরালম্বন বা নির্ব্বীজ সমাধি। ১৮

ভাষ্য। সখল্বয়ং দ্বিবিধঃ, উপায়প্রত্যয়োভবপ্রত্যয়শ্চ। তত্রোপায়প্রত্যয়োযোগিনাং ভবতি ;— ১ পাঃ ১৯ সূঃ।

"ভবপ্রত্যয়োবিদেহপ্রকৃতিলয়ানাম্"।

যোগিগণ-প্রসিদ্ধ এই অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি দ্বিবিধ, উপায়প্রত্যয় এবং ভবপ্রত্যয়। যাহাদের সমাধি-সাধন বক্ষ্যমাণ শ্রদ্ধাদি উপায় সকল, তাহাদের সমাধি-সাধন (কারণ) অজ্ঞান অর্থাৎ ধ্যেয় বস্তুর গ্রহণে প্রথমতঃ ভ্রম রহিয়াছে ; তাহাদের অসংপ্রজ্ঞাতকে 'ভবপ্রত্যয়' কহে। 'উপায় প্রত্যয়' অসংপ্রজ্ঞাতই বা কাহাদের হয় আর 'ভবপ্রত্যয়' অসংপ্রজ্ঞাতই কাহাদের হয় ? অভ্রান্ত যোগিগণেরই উপায়প্রত্যয় অসংপ্রজ্ঞাত হয়। আর যাহারা ভ্রান্ত তৌষ্টিক নামে খ্যাত, সেই সকল মহাত্মাগণেরই ভবপ্রত্যয় অসংপ্রজ্ঞাত হয়। তৌষ্টিকগণ দ্বিবিধ, বিদেহ তৌষ্টিক এবং প্রকৃতিলয় তৌষ্টিক। যাহারা বৈদেহ্য মুক্তি লাভ করে তাহারা বিদেহ। আর যাহারা প্রকৃতিলয়ত্ব মুক্তি লাভ করে তাহারা প্রকৃতিলয় *।

ভাষ্য। বিদেহানাং দেবানাং ভবপ্রত্যয়ঃ। তেহি স্বসংস্কারমাত্রোপযোগেন চিত্তেন কৈবল্যং পদমিবানুভবন্তঃ স্বসংস্কারবিপাকং তথাজাতীয়কমতিবাহয়ন্তি তথা প্রকৃতিলয়াঃ সাধিকারে চেতসি প্রকৃতৌ লীনে কৈবল্যং পদমিবানুভবন্তি—যাবন্ন পুনরাবর্ত্ততে অধিকারবশাচ্চিত্তমিতি। ১৯

বিদেহ বলিতে দেহরহিত (অশরীরী,) বিদেহ কৈবল্যবান্ মুক্ত পুরুষ তুল্য কি ? না। বিদেহ, দেহ-রহিত স্বীকার করি, কিন্তু একেবারে অশরীরীও নহে এবং অস্মদাদির ন্যায় স্থূল রজঃপ্রধান অথবা তির্য্যক্‌জাতির ন্যায় স্থূল তমঃপ্রধান শরীরীও নহে। সত্ত্বপ্রধান সূক্ষ্ম জ্যোতির্ম্ময় শরীরী †। সত্ত্বপ্রধান জ্যোতির্ম্ময় শরীরী বলিলে দেবতা বুঝাইবে। অতএব এই বৈদেহ্য-মুক্তি-প্রাপ্ত বিদেহ পুরুষগণই দেবতা-পদ-বাচ্য। ইহাঁদের কৃত নিরোধ সমাধিই ভবপ্রত্যয় অসংপ্রজ্ঞাত। বিদেহগণের ন্যায় প্রকৃতিলয়গণও দেব-পদ-বাচ্য। যেহেতু প্রকৃতিও, বিদেহ। তাৎপর্য্য এই,—ইন্দ্রিয়গণ বিদেহ, এই জন্যই

* বিদেহ ও প্রকৃতিলয়ের বিবরণ ইতিপূর্ব্বে অনেক বার হইয়াছে। এবং একটু পরেই ভাষ্যকারও কিছু বিশদ করিতেছেন।

† এ জ্যোতি পরমাত্ম-জ্যোতি নহে। এ জ্যোতি এই লৌকিক জ্যোতি। অগ্নিলোকে ইহাঁরা বাস করেন। এইরূপ বরুণ লোকে জলময় শরীরী দেবগণও অনেক আছেন। তাঁহারা সকলেই বিদেহ। অর্থাৎ বৈদেহ্য মুক্তিলাভ করিয়াই তাঁহাদের ঐরূপ পদলাভ হইয়াছে।

তাহাদের উপাসকগণও বিদেহ, যখন এরূপ ব্যবস্থা, তখন প্রকৃতিও, বিদেহ, বিদেহভূত প্রকৃতির উপাসকগণও, অবশ্য বিদেহ। প্রকৃতি একটা বিশেষ নাম। সাধারণের ব্রাহ্মণ নাম থাকিতেও 'বশিষ্ঠ' যেমন একটি বিশেষ নাম। বশিষ্ঠকে আহ্বান কর বলিলে কে আসিবে? বশিষ্ঠ। বশিষ্ঠ কি ব্রাহ্মণ নহে? অবশ্য ব্রাহ্মণ। সুতরাং ব্রাহ্মণেরও আগমন হইল। সেইরূপ এখানেও। বশিষ্ঠ শব্দের ন্যায় 'প্রকৃতি' একটি বিশেষ নাম মাত্র। বাস্তবিক ইন্দ্রিয়গণের ন্যায় ইহাঁকেও বিদেহ বলিয়া অবগত হও। অর্থাৎ দেবগণ দ্বিবিধ, ইন্দ্রিয়চিন্তক এবং প্রকৃতিলীন। ইন্দ্রিয়চিন্তক দেবগণকে বিদেহ এবং প্রকৃতিলীন দেবগণকে প্রকৃতিলয় বলিয়া এশাস্ত্রে ব্যবহার হইতেছে। যাহা হউক, পুনশ্চ প্রকৃত প্রস্তাবে আসা যাউক। বিদেহগণের নিরোধ-সমাধিকে ভবপ্রত্যয় বলিয়া জানিবে। কেন, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই যে, তাঁহারা ভ্রান্ত, ইন্দ্রিয়গণকে বিদেহ দেখিয়াই স্থির করেন 'ইহারাই আত্মা'। অনাত্ম বস্তুতে এইরূপ আত্মজ্ঞান দার্ঢ্যও এক প্রকার কুসংস্কার। এই কুসংস্কার মাত্র তাঁহাদের অক্ষয় উন্নতির প্রতিবন্ধক। তাঁহাদের চিত্ত অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি লাভ করিয়া শরীর পাতানন্তর কৈবল্য পদের ন্যায় বৈদেহ্য পদ লাভ করিতেছেন সত্য কিন্তু সে আর কয় দিন! সেই কুসংস্কারানুগত দেবজাতীয় শরীর আর কয় দিন! যত দিন ভোগ নিয়মিত তাহার অধিক ত আর নয়? তাহার পর আবার যে সংসার সেই সংসার। এইরূপে প্রকৃতিলয়গণের সম্বন্ধেও বুঝিবে। প্রকৃতিলয়গণও সমাধি-বলে প্রকৃতিলীন হইয়া থাকেন এবং সেই সমাহিত বা নিরুদ্ধ চিত্তে তাঁহারা অবশ্য কৈবল্য পদের ন্যায় প্রকৃতিলয়ত্ব পদে অনির্ব্বচনীয় সুখও লাভ করিয়া থাকেন। এ সমস্তই সত্য, কিন্তু পক্ষে ইহাও সত্য জানিবে যে, তাঁহাদের চিত্তে যখন প্রকৃত আত্মবোধ জন্মে নাই, সুতরাং সংসার হইবার যোগ্যতা সম্পূর্ণরূপেই বিদ্যমান তখন ঐ সুখ আর কয়দিন! যত দিন না ভোগক্ষয় হইয়া চিত্তের সংসারে পুনরাবৃত্তি হইতেছে।১৯

জাতিবিভেদ।

আমরা গত আষাঢ় মাসের পত্রিকায় ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মসূত্র বিষয়ক যে প্রস্তাব প্রকাশ করি তাহার একটি প্রতিবাদ "তত্ত্বকৌমুদী" সম্পাদক তাঁহার ১৬ই আষাঢ়ের পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা সেই প্রতিবাদ সম্বন্ধে তত্ত্বকৌমুদী-সম্পাদককে জিজ্ঞাসা করি যে তিনি আমাদিগের দেশে জাতি-বিভেদ-প্রথার এত বিপক্ষ কেন? বর্ত্তমান জাতি-বিভেদ-প্রথা দেশ হইতে উঠাইয়া দেও, আর এক প্রকার জাতি-বিভেদ-প্রথা এখানে আসিয়া উপস্থিত হইবে। সে প্রথা ধনমূলক জাতি-বিভেদ-প্রথা। আমাদিগের দেশের জাতি-বিভেদ-প্রথা বিদ্যা ও ধর্ম্মমূলক। আমাদিগের দেশে ধর্ম্ম ও বিদ্যার আলোচনাকারী ব্রাহ্মণজাতি সকল-জাতি অপেক্ষা সেই ধর্ম্ম ও বিদ্যা-চর্চ্চা-জন্য অধিকতর সম্মান প্রাপ্ত হয়েন। বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের দেশের রীতি নীতি এত বিকৃত হইয়াছে তথাপি একজন বিদ্বান ভট্টাচার্য্য ধূলিপূর্ণ চটি জুতা পায়ে কোন ধনীভবনে উপস্থিত হইলে বিষয়ী ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অধিক সম্মান প্রাপ্ত হয়েন। বিলাতে কোন ধনী স্বর্ণকার কোন দরিদ্র স্বর্ণকারের সহিত একত্রে ভোজন করিবে না, কিন্তু আমাদিগের দেশে সেরূপ নহে। "তত্ত্বকৌমুদী" সম্পাদক কি আমাদিগের দেশের বর্ত্তমান জাতি-বিভেদ-প্রথা

উঠাইয়া বিলাতের ধনীর অবিহিত-সম্মানকারী জাতিবিভেদ এখানে প্রবর্ত্তিত করিতে চাহেন? আমরা স্বীকার করি যে আমাদিগের দেশে প্রচলিত জাতি-বিভেদ-প্রথার অনেক দোষ আছে, কিন্তু আমাদিগের অনুরোধ এই যে তাহা একেবারে না উঠাইয়া তাহার দোষ সকল সংশোধন কর। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যেরূপ উন্নয়ন ও অবনয়নের প্রথা ছিল তাহা পুনরায় প্রবর্ত্তিত হউক। পূর্ব্বে যেমন লোকে জ্ঞান ধর্ম্ম নিবন্ধন ব্রাহ্মণ জাতিতে উত্থিত হইত এখনও সেইরূপ হউক*। বর্ত্তমানেও আমাদিগের দেশে স্থানে স্থানে নীচ জাতি হইতে উচ্চ জাতিতে উঠাইবার দৃষ্টান্ত ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে কিন্তু তাহা জ্ঞান ও ধর্ম্ম জন্য নহে। আমরা যে উন্নয়নের কথা বলিতেছি তাহা জ্ঞান ও ধর্ম্ম জন্য। পূর্ব্বে যেমন কোন দুষ্কর্ম্ম জন্য লোকে জাত্যন্তরিত হইত; এমন কি দুই এক পুরুষ পূর্ব্বে এইরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল, এখনও সেইরূপ হউক তাহা হইলে বর্ত্তমান জাতিবিভেদ-প্রথা কোন প্রকারে দেশের অনিষ্টকর না হইয়া জ্ঞান ও ধর্ম্মের পোষক হইয়া তাহার প্রভূত কল্যাণসাধক হইবে। আমরা যদি উল্লিখিত উন্নয়ন ও অবনয়নের প্রথা বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজে পুনরায় চালাইতে না পারি তাহা আমাদিগেরই দোষ, জাতিবিভেদ-প্রথার দোষ নহে।

জাতিবিভেদ-প্রথার ত্রিবিধ শৃঙ্খল। আহার বিষয়ক, ব্যবসায় বিষয়ক, ও বিবাহ বিষয়ক। প্রথম দুই প্রকার শৃঙ্খল কালক্রমে বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে আপনা আপনি শিথিল হইয়া আসিতেছে। আমরা স্বীকার করি যে বর্ত্তমান জাতিবিভেদ-প্রথা কিয়ৎ পরিমাণে রক্ষা করিতে গেলেও বিবাহ বিষয়ক শৃঙ্খল অনেক পরিমাণে রক্ষা করিতে হয়, কিন্তু তাহা রক্ষা করিলে যদি পূর্ব্বে যে প্রভূত কল্যাণের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা যদি তাহা হইতে প্রসূত হয় তবে আমরা তাহা কেন রক্ষা করিব না? আর এক কারণে বিবাহ বিষয়ক বর্ত্তমান প্রথা রক্ষা করা কর্ত্তব্য তাহা এই যে তদ্দ্বারা বুদ্ধিমান ব্যক্তির প্রবাহ দেশে রক্ষিত হয়। বিলাতের কোন কোন প্রধান পণ্ডিত উক্ত দেশে বুদ্ধিমান পুরুষের সঙ্গে বুদ্ধিমতী স্ত্রীর বিবাহ যাহাতে হয় এমৎ রীতির প্রবর্ত্তনা প্রস্তাব করিতেছেন। আমাদিগের দেশে এই প্রথা স্বতই প্রচলিত আছে। আমাদিগের দেশের উচ্চ জাতির লোকেরা অধিকাংশ নিকৃষ্ট জাতির লোক অপেক্ষা বুদ্ধিমান। তাঁহারা স্বজাতিতেই বিবাহ করিয়া থাকেন।

* পুরাকালে ভারতবর্ষে জ্ঞান ধর্ম্মের আধিক্য জন্য লোকে ব্রাহ্মণ জাতিতে যে উত্থিত হইত তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম কল্পের ২৮ । ৮৩ পৃষ্ঠা দেখ।

পৃথিবীর গতি-প্রণালী।

(৪৬৮ সংখ্যক পত্রিকার ৭৩ পৃষ্ঠার পর।)

এখন আমরা দেখিয়া আসিলাম ২৪ঘণ্টায় যেমন পৃথিবী আপনাকে আপনি একবার আবর্ত্তন করে এক বৎসরে তেমনি সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া আইসে। পৃথিবীর এই দুইটি গতি মিশ্রিত হইয়া যে একটি গতির উৎপত্তি হয় তাহা অনেকটা লাটিমের গতির মত। একটা লাটিমকে ঘুরাইয়া দিলে অনেক সময় সে নিজের চারি দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে আবার একটি স্বতন্ত্র চক্রাকার পথে যায়। পৃথিবী ঈষৎ বেঁকিয়া বেঁকিয়া ঠিক সেইরূপ আকাশ-পথে সর্পকুণ্ডলাকৃতি চক্র কাটিতে কাটিতে চলিতেছে। পৃথিবী ঘুরিতে ঘুরিতে এইরূপে যে চক্রাকার পথে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে তাহাই পৃথিবীর অয়নমণ্ডল। পৃথিবীর অয়নমণ্ডল সম্পূর্ণ গোলাকার নহে

ইহা অনেকটা ডিম্বাকৃতি (বৃত্তাভাস)। এই অয়নমণ্ডলের দুইটি অধিশ্রয় (focus), আছে*। একটি অধিশ্রয় শূন্য একটি অধিশ্রয়ে সূর্য্য অবস্থিত। সেই জন্য অয়নমণ্ডলের সকল স্থান সূর্য্য হইতে সমান দূরে নহে।

দ্বিতীয় চিত্রটি দেখিলে দেখা যাইবে খ প্রান্ত সূর্য্য হইতে যেমন অপেক্ষাকৃত দূরে ক প্রান্ত তেমনি অপেক্ষাকৃত নিকটে। এই ডিম্বাকৃতি অয়নমণ্ডল দিয়া পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে।

পৃথিবী প্রত্যহ নিজের মেরুদণ্ডের চারি দিকে আবর্ত্তন করে বলিয়া যেমন দিন রাত্রি হয় ও অয়নমণ্ডলের উপর সেই মেরুদণ্ড কৌণিক ভাবে অবস্থিত বলিয়া যেমন দিন রাত্রের দৈর্ঘ্য বৈষম্য হয় পৃথিবী ঘুরিবার সময় তেমনি সূর্য্য সম্পর্কে আপন অবস্থা পরিবর্ত্তন করে সেই হেতু আবার উত্তরার্দ্ধে ও দক্ষিণার্দ্ধে সময়ভেদে রাত্রি দিনের দৈর্ঘ্যের পরিবর্ত্তন হয়। যদি পৃথিবী সূর্য্য সম্পর্কে আপন অবস্থা পরিবর্ত্তন না করিত তাহা হইলে এক মেরু চিরকালি সূর্য্যের বিমুখে ও আর এক মেরু চিরকালি তাহার অভিমুখে থাকিত, এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও রাত্রি দিনের দৈর্ঘ্য পরিবর্ত্তন-শীল হইত না—তাহা চিরকাল সমান থাকিত। উত্তর বিভাগে রাত্রি অপেক্ষা দিবস বড় হইলে সেখানে চিরকালই দিবস বড় থাকিত এবং—দক্ষিণ বিভাগে রাত্রি বড় হইলে সেখানে চিরকালই রাত্রি বড় থাকিত, সুতরাং আমরা শীতকালে দিন ছোট ও গ্রীষ্মকালে দিন বড় দেখিতে পাইতাম না। কিন্তু আমরা যে কালে ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে দিন রাত্রের দৈর্ঘ্যের প্রভেদ দেখিতে পাই সেকালে বার্ষিক গতির সময় পৃথিবী সূর্য্য সম্পর্কে তাহার অবস্থা পরিবর্ত্তন করে ইহাতে আর সন্দেহ নাই। এই অবস্থা পরিবর্ত্তন হেতুই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দিবারাত্রের দীর্ঘতার প্রভেদ হয়। এই কারন বশতঃ বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর দুই অংশ দুইবার করিয়া সূর্য্যের অভিমুখে এবং দুইবার বিমুখে ঝুঁকিয়া পড়ে, এবং দুইবার সূর্য্যের পাশাপাশি হইয়া সূর্য্যের সম্পর্কে পৃথিবীর মেরুদণ্ড ঠিক সোজা ভাবে থাকে। তৃতীয় চিত্রটি হইতে ইহা স্পষ্টরূপে বুঝা

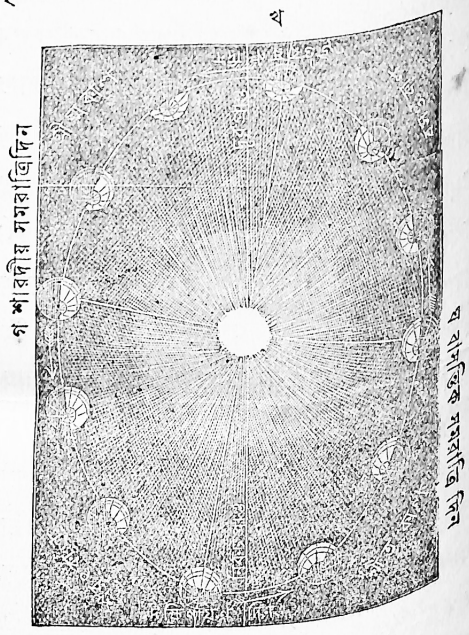

তৃতীয় চিত্র।

যাইতে পারে। ঘুরিতে ঘুরিতে অয়নমণ্ডলের খ প্রান্তে আসিয়া যে দিন পৃথিবীর উত্তরাংশ সূর্য্যের অভিমুখে যতদূর যাইবার যায় সেই দিন দক্ষিণাংশ যতদূর বিমুখে ঝুঁকিবার ঝোঁকে সেই জন্য উত্তরাংশে এই দিনে দিবসের দৈর্ঘ্য সর্ব্বাপেক্ষা যেমন অধিক, দক্ষিণাংশে রাত্রির দৈর্ঘ্য সর্ব্বাপেক্ষা তেমনি অধিক হয়। ইহার পর দিন হইতে আবার উত্তরাংশ সূর্য্যের বিমুখে এবং দক্ষিণাংশ সূর্য্যের দিকে যাইতে আরম্ভ করে, সেই জন্য

* একটি মাত্র কেন্দ্র আশ্রয় করিয়া যেমন বৃত্ত উৎপন্ন হয় বৃত্তাভাসের উৎপত্তির নিমিত্ত তেমনি দুইটি কেন্দ্রের আবশ্যক। বৃত্তাভাসের কেন্দ্রের নাম অধিশ্রয়।

উত্তরাংশে অল্পে অল্পে দিবসের দৈর্ঘ্য ও দক্ষিণাংশে রাত্রির দৈর্ঘ্য কমিয়া কমিয়া দিন রাত্রি সমান হইতে আরম্ভ হয় এবং তিন মাস পরে যখন পৃথিবী গ চিহ্নিত স্থানে আইসে তখন একেবারে সূর্য্যের পাশাপাশি হইয়া পড়ে, তাহাতে পৃথিবীর ঠিক অর্দ্ধভাগ সূর্য্যের অভিমুখী আর ঠিক অর্দ্ধভাগ বিমুখী হয়, সেই নিমিত্ত পৃথিবী এই স্থানে পৌঁছিলে এক দিন সমস্ত পৃথিবীময় অর্থাৎ পৃথিবীর এক মেরু হইতে অপর মেরু পর্য্যন্ত সমান দিন রাত্রি হয়। ইহার পর দিন হইতে উত্তর মেরু সূর্য্যের বিমুখে ও দক্ষিণ মেরু তদভিমুখে ঘুরিয়া যায়। এই দিন হইতে উত্তর মেরুতে রাত্রি ও দক্ষিণ মেরুতে দিন আরম্ভ হইয়া ছয় মাস ধরিয়া এক মেরুতে আলোক ও এক মেরুতে অন্ধকার থাকে * এবং উত্তরাংশে উত্তরোত্তর রাত্রির ও দক্ষিণাংশে দিবসের দৈর্ঘ্য বাড়িতে আরম্ভ হয়। তদনন্তর তিন মাস পরে যখন পৃথিবী ক চিহ্নিত স্থানে আইসে তখন উত্তরাংশ সূর্য্যের যতদূর বিমুখে এবং দক্ষিণাংশ যতদূর অভিমুখে যাইবার যায়। সেই জন্য এই দিনে উত্তরে সর্ব্বাপেক্ষা রাত্রির দৈর্ঘ্য ও দক্ষিণে দিবসের দৈর্ঘ্য বাড়ে। ইহার পরদিন হইতে উত্তর মেরু আবার সূর্য্যের অভিমুখে ও দক্ষিণ মেরু সূর্য্যের বিমুখে যাইতে আরম্ভ করে, উত্তরাংশে আবার রাত্রির দৈর্ঘ্য ও দক্ষিণাংশে দিবসের দৈর্ঘ্য কমিতে আরম্ভ করিয়া দিন রাত সমান হইতে থাকে। তিন মাস পরে পৃথিবী ঘ চিহ্নিত স্থানে আসিয়া আবার সূর্য্যের পাশাপাশি হইয়া পড়ে সেই নিমিত্ত তখন আর এক দিন পৃথিবীর এক মেরু হইতে অপর মেরু পর্য্যন্ত সমান দিন রাত্রি হয়। ইহার পর দিন হইতে উত্তর মেরু সূর্য্যের অভিমুখে পড়িয়া উত্তর মেরুতে দিবস ও দক্ষিণ মেরুতে রাত্রি আরম্ভ হয়। ছয় মাস ধরিয়া চব্বিশ ঘণ্টাই এক মেরুতে আলোক ও আর এক মেরুতে অন্ধকার থাকে। এবং উত্তরার্দ্ধে দিবসের দৈর্ঘ্য ও দক্ষিণার্দ্ধে রাত্রির দৈর্ঘ্য উত্তরোত্তর বাড়িয়া তিন মাস পরে আবার পৃথিবী খ চিহ্নিত স্থানে আইসে। সেই দিন উত্তরার্দ্ধ সূর্য্যাভিমুখে যত দূর ঝুঁকিবার এবং দক্ষিণার্দ্ধ সূর্য্যের যত দূর বিমুখে যাইবার যায়; সেই জন্য উত্তরে দিবসের দৈর্ঘ্য এবং দক্ষিণে রাত্রির দৈর্ঘ্য সেই দিন সর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়া পর দিন হইতে আবার কমিতে থাকে।

এইরূপে পৃথিবীর সকল অংশে বৎসরে দুইদিন করিয়া সমান রাত্রি দিন (Equinox) হয়; একদিন ২২ মার্চ একদিন ২২ সেপ্টেম্বর। এবং দুই দিন করিয়া পৃথিবীর দুই অর্দ্ধ এক এক বার সূর্য্যের দিকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঝোঁকে। এক দিন ২২ জুন ও এক দিন ২২ ডিসেম্বর। ২২ মার্চ পৃথিবীতে যে দিন সমরাত্রদিন হয় সেই দিন হইতে ইয়োরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ জ্যোতিষিক নূতন বৎসর গণনা করেন। সেই বাসন্তিক সমরাত্র-দিনের পর হইতে উত্তর মেরু সূর্য্যের দিকে, ও দক্ষিণ মেরু সূর্য্যের বিমুখে ঝুঁকিতে আরম্ভ করে সেই জন্য ২২ মার্চের পর হইতে উত্তরাংশে দিবসের দৈর্ঘ্য ও দক্ষিণাংশে রাত্রির দৈর্ঘ্য বাড়িতে থাকে। উত্তর মেরুতে ছয় মাসের জন্য দিন দক্ষিণ মেরুতে ছয় মাসের জন্য রাত্রি আরম্ভ হয়। তিন মাস পরে ২২জুনে পৃথিবী অয়নমণ্ডলের খ চিহ্নিত স্থানে পৌঁছিলে, উত্তর দিক সূর্য্যের দিকে ও দক্ষিণ দিক সূর্য্যের বিমুখে যত দূর যাইবার যায়; সেই দিন উত্তরে সর্ব্বাপেক্ষা দিবসের দৈর্ঘ্য ও দক্ষিণে রাত্রির দৈর্ঘ্য বাড়ে।

* এই জন্যই বোধ হয় পুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে আমাদের এক বৎসরে দেবতাদের এক অহোরাত্র।

সেই দিনকে উত্তরায়ণ দিন (Summer solstice) কহে। সূর্য্যকে সেই দিন দৃশ্যতঃ আমরা উত্তরের শেষ সীমায় দেখিতে পাই। সেই জন্য এই দিন হইতে আবার দক্ষিণায়ন আরম্ভ হয়। ইহার পর দিন হইতে উত্তরে দিন ও দক্ষিণে রাত্রি কমিয়া ক্রমে দিন রাত্রি সমান হইতে থাকে। পরে ২২শে সেপ্টেম্বরে আবার পৃথিবীময় এক দিন সমান রাত্রিদিন হইয়া তাহার পর দিন হইতে উত্তর মেরুতে ছয় মাস অন্ধকার ও দক্ষিণ মেরুতে ছয় মাস আলোক হয় ও উত্তরে রাত্রির দৈর্ঘ্য ও দক্ষিণে দিবসের দৈর্ঘ্য বাড়িতে থাকে। এবং ২২ শে ডিসেম্বরে আবার উত্তরার্দ্ধ যত দূর সূর্য্যের বিমুখে দক্ষিণার্দ্ধ তত দূর অভিমুখে ঝোঁকে সেই জন্য উত্তরাংশে এই দিবসে সর্ব্বাপেক্ষা রাত্রি বড় হয়। এই দিনের নাম দক্ষিণায়ন দিন (Winter Solstice) কেন না এই দিন আমরা সূর্য্যকে দক্ষিণের শেষ সীমায় দেখিতে পাই। এই দিন হইতে সূর্য্য আবার উত্তরে ফিরিতে আরম্ভ করে। উত্তরায়ন ও দক্ষিণায়ন দিনে আমাদের মনে হয় যেন সূর্য্য এক দিন করিয়া তাহার শেষ সীমায় থামিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিতেছে।

মার্চ ও সেপ্টেম্বর মাসের দুই সমরাত্রদিনে যখন পৃথিবী আপন কক্ষের গ ঘ বিন্দুতে গিয়া সূর্য্যের পাশাপাশি হইয়া পড়ে তখন আমরা সূর্য্যকে ঠিক পূর্ব্বে উঠিতে দেখি এবং পৃথিবী যখন অয়নমণ্ডলের ক খ বিন্দুতে যায় তখন সূর্য্যকে একবার আমরা দক্ষিণ সীমায় ও একবার উত্তর সীমায় দেখিতে পাই।

আমরা পৃথিবীতে অবস্থিত বলিয়া পৃথিবীর গতি অনুভব করিতে পারি না, সেই জন্য সূর্য্যকেই ক্রমাগত সরিতে দেখি। এই রূপে দৃশ্যতঃ সূর্য্য যে পথে পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে তাহাকে রাশিচক্র বলা যায়। এই রাশিচক্রের যে অংশ যে নক্ষত্ররাশির সম্মুখীন তাহা সেই নক্ষত্ররাশির নাম পাইয়াছে। মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, এই বার রাশিতে রাশিচক্র বিভক্ত। এই রাশিচক্রে সূর্য্যের গতি অনুসারে আর্য্যগণ বৎসর-গণনা-প্রণালী স্থির করিয়া গিয়াছেন। মেষ-রাশিতে উদয় হইয়া যথাক্রমে অপর ১১রাশি অতিক্রম করিয়া পুনরায় সূর্য্যের মেষরাশিতে আসিতে যে সময় লাগে তাহাই আমাদের এক বৎসর। সূর্য্য এক এক রাশিতে এক এক মাস অবস্থিতি করে। ইয়োরোপের জ্যোতিষিক বৎসর গণনা-প্রথা অন্যরূপ। পৃথিবীর বিষুবরেখা ও রাশিচক্রের যে দুই স্থান পরস্পর কর্ত্তন করে সেই দুই স্থানে সূর্য্য আসিলে সমরাত্রদিবা হয়। বাসন্তিক সমরাত্রদিবার সময় সূর্য্য যে স্থানে থাকে সেই স্থান হইতে ছাড়িয়া আবার সেই স্থানে আসিলে ইয়োরোপীয় জ্যোতিষিক বৎসর পূর্ণ হয়। ইয়োরোপীয় জ্যোতির্ব্বেত্তারা অধুনা-রাশি বিভাগ পরিত্যাগ করিতেছেন। অপরাপর বৃত্তের ন্যায় সূর্য্যের দৃশ্যতঃ বাংসরিক গতির পথকেও তাঁহারা তিন শত ষাট্ ভাগে বিভক্ত করেন।

এই প্রসঙ্গে ক্রমে আর একটি কথা বলিবার আবশ্যক আছে। পৃথিবীতে এক সম্বৎসরে যে ভিন্ন ভিন্ন ঋতুর পরিবর্ত্তন হয় দিবারাত্রের দৈর্ঘ্য-বৈষম্যই তাহার কারণ। যদি চিরকাল পৃথিবীতে সমরাত্রদিবা থাকিত তাহা হইলে পৃথিবীতে ঋতুর পরিবর্ত্তন হইত না, সমস্ত বৎসরেই পৃথিবীতে একটি মাত্র ঋতু থাকিত। সূর্য্যোত্তাপবৈষম্যই ঋতুর প্রধান কারণ। পৃথিবীর যখন যে অংশে দিবসের দৈর্ঘ্য অধিক হয় সেই অংশ তত অধিক ক্ষণ ধরিয়া সূর্য্যের উত্তাপ পায়, অথচ রাত্রি ছোট

বলিয়া সেই সঞ্চিত উত্তাপ সমস্ত রাত্রি ধরিয়াও প্রতিনিক্ষেপ করিতে পারে না, কাজেই সেই অংশে তখন গ্রীষ্মকাল উপস্থিত হয়। আবার যে অংশে রাত্রির দৈর্ঘ্য অধিক সে অংশ দিবসে অল্প উত্তাপ পায়—এবং যাহাও পায় রাত্রি বড় বলিয়া সমস্তই নিক্ষেপ করিতে পারে। বসন্তকালে ও শরৎকালে দিনরাত্রি অনেকটা সমান থাকে সে জন্য এই দুই সময় শীত গ্রীষ্ম কিছুরই প্রভাব থাকে না, দিবসে পৃথিবী যত উত্তাপ পায় সমান রাত্রি বলিয়া তাহা নিক্ষেপ করিতে পারে। এইরূপ আমরা গ্রীষ্ম হইতে শরৎ, শরৎ হইতে শীত, শীত হইতে বসন্তে আসি। পৃথিবীতে যথার্থ পক্ষে এই চারি ঋতুর প্রাদুর্ভাব। অপর দুই ঋতুর মধ্যে, বর্ষা গ্রীষ্মের অন্তর্গত ও হেমন্ত শীতের মধ্যবর্ত্তী। পৃথিবীর উত্তর কিম্বা দক্ষিণাংশ যখন সূর্য্যের দিকে সর্ব্বাপেক্ষা ঝুঁকিয়া পড়ে—তখনি কি না দিবস কিম্বা রাত্রির পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হয়, সেই জন্য এই সময়েই রাত্রিবৃদ্ধির সহিত শীতের ও দিবসবৃদ্ধির সহিত গ্রীষ্মের প্রভাব বাড়ে। দক্ষিণ কিম্বা উত্তর যতদূর সূর্য্যের অভিমুখে ও বিমুখে ঝুঁকিবার ঝুঁকিয়া যখন পরে আবার একটু একটু করিয়া সমান হইতে আরম্ভ হয়, তখন দিন রাত্রিও সমান হইতে আরম্ভ করে, সেই জন্য শীত গ্রীষ্মের মধ্যবর্ত্তী দুই সময়ে শরৎ ও বসন্তকালে আমরা একটি সুখজনক ঋতু উপভোগ করি। পৃথিবীর কটিদেশে দিবারাত্রি সমান বলিয়া সেখানে ঋতুপ্রভেদ নাই। কিন্তু তাহা হইলে সেখানে চির বসন্ত না হইয়া অতিশয় গ্রীষ্ম কেন? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যেখানে সূর্য্যোত্তাপ অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হইতে পারে সেই খানেই অধিক গ্রীষ্ম হয়। দুই প্রকারে আমরা সূর্য্যের উত্তাপ অধিক পরিমাণে পাই, প্রথমতঃ রাত্রি অপেক্ষা দিবস বড় হইলে, দ্বিতীয়তঃ সূর্য্য ঠিক মাথার উপর দিয়া লম্ব ভাবে কিরণ প্রদান করিলে। † সূর্য্য প্রতিদিন দ্বিপ্রহরে ঠিক আমাদের মস্তকের উপরে যখন কিরণ প্রদান করে তখন আমরা অধিক পরিমাণে গ্রীষ্ম বোধ করি। গ্রীষ্মকালে একে দিবস বড়, তাহাতে শীতকাল অপেক্ষা সূর্য্য আমাদের শিরোবিন্দুর নিকট থাকিয়া কিরণ দেয় সেই জন্য উত্তাপের এত প্রাখর্য্য হয়। শীতকালে একে দিবস ছোট তাহাতে সূর্য্য কৌণিক ভাবে পার্শ্ব দিয়া উত্তাপ দেয়, সেই জন্য সে উত্তাপ আমাদের পক্ষে যথেষ্ট হয় না।

বিষুবরেখাবর্ত্তী প্রদেশে চিরকালি সূর্য্য ঠিক মাথার উপর হইতে কিরণ প্রদান করে—সেই জন্য দিন রাত্রি সমান হইলেও সেখানে উত্তাপের প্রভাব অত্যন্ত অধিক। সেই জন্য সমস্ত বৎসরেই সেখানে গ্রীষ্মকাল। পৃথিবীর মেরুদেশেও বিশেষ ঋতুপরিবর্ত্তন দেখা যায় না, বৎসরের মধ্যে সেখানে দুইবার মাত্র ঋতুপরিবর্ত্তন হয়। একবার শীত একবার গ্রীষ্ম। যে ছয় মাস করিয়া সেখানে রাত্রি সেই ছয় মাস সেখানে শীত এবং যে ছয় মাস সেখানে দিন সেই ছয় মাস সেখানে গ্রীষ্ম।

পৃথিবী নিজ অয়নমণ্ডলে চিরকাল প্রায় সমান ভাবে ২৩ ডিগ্রি ২৮ মিনিট করিয়া হেলিয়া আছে বলিয়া পৃথিবীর যে মেরু যখন সূর্য্যাভিমুখে ঝুঁকিতে আরম্ভ করে তখন সেই মেরু ঐ ২৩ ডিগ্রি ২৮ মিনিট পর্য্যন্ত ঝুঁকিয়া

† স্থানীয় বিশেষ কারণে ও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শীতোত্তাপের প্রভেদ হয়। সমুদ্রতীরবর্ত্তী প্রদেশ সাধারণতঃ নাতিশীতোষ্ণ। জলের গুণ এই, স্থলের ন্যায় তাহা শীঘ্র উত্তপ্ত হয় না। যেমন আস্তে আস্তে জল উত্তপ্ত হয় তেমনি আস্তে আস্তে জল উত্তাপ প্রতিনিক্ষেপ করে। স্থলে যেমন দিন রাত্রিতে ও ঋতু বিশেষে উষ্ণতার বৈষম্য দেখা যায় উপরোক্ত কারণে দিন রাত্রিতে কিম্বা শীত গ্রীষ্মকালে জলের উত্তাপের বিশেষ প্রভেদ দেখা যায় না।

আবার বিমুখে ফিরিতে থাকে। আবার সূর্য্য হইতে বিমুখে ঝুঁকিবার সময়ও ঐ ২৩ ডিগ্রি ২৮ মিনিট পর্য্যন্ত ঝুঁকিয়া অভিমুখে ফিরিতে আরম্ভ করে এই জন্য একই সময়ে পৃথিবীর এক মেরুতে ২৩ ডিগ্রি ২৮ মিনিট স্থান জুড়িয়া আলোক ও অপর মেরুতে ঐ পরিমাণ স্থান জুড়িয়া অন্ধকার হয়। পৃথিবী এইরূপ হেলিয়া আছে বলিয়া দৃশ্যতঃ মনে হয় সূর্য্য বিষুবরেখার ২৩ ডিগ্রি ২৮ মিনিট পর্য্যন্ত উত্তরে গিয়া দক্ষিণে ফিরিতে আরম্ভ করে আবার দক্ষিণেও ঐ পরিমাণ গিয়া উত্তরে ফেরে। সূর্য্য কর্কটরাশি হইতে দক্ষিণে এবং মকররাশি পর্য্যন্ত গিয়া আবার উত্তরে ফিরিতে আরম্ভ করে। পৃথিবীর বিষুব-রেখায় সমান্তরাল যে বৃত্ত অঙ্কিত করিলে সূর্য্যায়নমণ্ডলের উত্তরস্থ শেষ সীমা চিহ্নিত হয় তাহার নাম কর্কটরেখা ও দক্ষিণস্থ ঐরূপ বৃত্তের নাম মকররেখা।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে পৃথিবীর অয়নমণ্ডলের সকল স্থান সূর্য্য হইতে সমান দূরস্থ নহে। অয়নমণ্ডলের যে বিন্দু সূর্য্য হইতে অধিক দূরবর্ত্তী পৃথিবী তাহার নিকট পৌঁছিলে এখন আমাদের উত্তরাংশে গ্রীষ্মকাল হয়, অর্থাৎ সেই সময় উত্তর ভাগ অধিক পরিমাণে সূর্য্যের অভিমুখে থাকে, আর অয়নমণ্ডলের যে বিন্দু সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী পৃথিবী আমাদের শীতকালে তাহার নিকট পৌঁছায়।

গ্রীষ্মকালে আমরা সূর্য্যের নিকট না থাকিয়া শীতেই নিকটে থাকি সে জন্য আমাদের একটু সুবিধা হয়। ইহার বিপরীত হইলে শীতকালে এখনকার অপেক্ষা অধিক শীত এবং গ্রীষ্মকালে এখনকার অপেক্ষা অধিক গ্রীষ্ম হইত। কিন্তু দক্ষিণাংশে আমাদের ঠিক বিপরীত। অয়নমণ্ডলের যে প্রান্ত সর্ব্বাপেক্ষা সূর্য্যের নিকট পৃথিবী সেই স্থানে উপস্থিত হইলে দক্ষিণাংশে গ্রীষ্ম উপস্থিত হয় অর্থাৎ সেই সময় দক্ষিণ ভাগ অধিক পরিমাণে সূর্য্যাভিমুখী হয় এবং যখন দক্ষিণাংশে শীত উপস্থিত হয় তখন পৃথিবী আবার অয়নমণ্ডলের দূর বিন্দুর নিকটে থাকে। এই জন্য দক্ষিণাংশে শীতের সময় যেমন শীত, গ্রীষ্মের সময় তেমনি গ্রীষ্ম।

ক্রমশঃ।

ব্যাখ্যান মঞ্জরী। *

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ব্যাখ্যান মূলক পদ্য।

প্রথম ব্যাখ্যান।

প্রথম উচ্ছ্বাস।

যিনি সার ধন, তাঁহার শরণ, কর জীব! কর সার।
মৃত্যুভয় আর, রবেনা তোমার, হইবে সংসার পার।

কিবা ধনী কি দরিদ্র ছোট বড় নর।
সংসারে মৃত্যুর ভয়ে সবাই কাতর॥
কেহ পুত্র কেহ পিতা কেহ ভার্য্যা তরে।
মৃত্যু জন্য হাহাকার করে ঘরে ঘরে॥
ধন জন রূপ মান প্রভুত্ব যৌবন।
মৃত্যু নিমেষেতে করে সকলি হরণ॥
ভোগের মস্তকোপরি শাণিত কৃপাণ।
হানিবারে মৃত্যু সদা করিছে সন্ধান॥
সংসারে যাহার বৃদ্ধি তারি হয় ক্ষয়।
জন্ম যার মৃত্যু তার হইবে নিশ্চয়॥
এই আছে এই নাই ভবের ব্যাপার।
মৃত্যুর অধীন হয় জগৎ সংসার॥
যতেক বিপদ আছে সংসার ভিতর।
সকল অপেক্ষা মৃত্যু হয় ভয়ঙ্কর।
মৃত্যুর করাল মূর্ত্তি চারিদিকে রয়।
মৃত্যু কত আশা প্রেম নাশে সমুদয়॥

---

* ব্যাখ্যানের গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সমূহ সাধারণ জনগণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সহজে প্রচারিত হয় এই উদ্দেশে সেই তত্ত্বগুলি বিবৃত করিয়া সরল পদ্যে নিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করা গেল।

সংসারে মৃত্যুর ভয় হয় অতিশয়।
কিন্তু যেই পায় হেথা অভয় আশ্রয়॥
না পারে তাহারে মৃত্যু করিতে পীড়ন।
অমৃত সলিলে ভাসে তাহার জীবন॥

সিংহ হস্তী জলচর খেচর নিচয়।
ঈশ্বর কৃপায় তারা কত সুখে রয়॥
ঈশ্বরের কার্য্য তারা করিছে সাধন।
অজ্ঞান বশতঃ তাহা না জানে কখন॥
ইতর জন্তুর মত না রহিও নর!
তাঁর কাজে দেহ মন দাওহে সত্বর॥
জপ তাঁর নাম-সুধা হৃদি সঙ্গোপনে।
তাঁহার অপার দয়া ভাব মনে মনে॥
চাও তাঁর কাছে সদা তাঁর দরশন।
অমৃতের বিন্দু চাও ত্রিতাপনাশন॥
অমৃত দিবেন বলি পুত্র কন্যাগণে।
ডাকিছেন বিশ্বমাতা অমিয় বচনে॥
কাতরে অমৃত যেবা তাঁর কাছে চায়।
অকাতরে চিরকাল সেই তাহা পায়॥
নূতন জীবন তার হইবে সঞ্চার।
ঘুচিবেক মলিনতা মোহের আঁধার॥
প্রেমসুধা পিয়ে সদা হবে অমায়িক।
অমৃত-আনন্দ তার বাড়িবে ক্রমিক॥
হোক রোগ শোক তাপ হোক দুঃখচয়।
সে আনন্দ-ভোগ কভু ঘুচিবার নয়॥

যখন তোমারে মৃত্যু করিবে আহ্বান।
জেনো সে আনন্দ এবে হবে বর্দ্ধমান॥
মাতার আদেশ মৃত্যু করিয়া বহন।
তোমারে লইয়া যাবে তাঁহার সদন॥
সে বাণী শুনিয়া তুমি উল্লসিত চিতে।
পারিবে না কিহে নর! মরত ত্যজিতে?
তোমারে তুলিয়া মাতা লয়ে নিজ ধামে।
দিবেন অক্ষয়-স্বর্গ-ভোগ অবিরামে॥
প্রেম অন্ন প্রেম পান প্রেম সমুদায়।
কত সুখ-রত্ন তাহা বলা নাহি যায়॥

কর তবে অমৃতের সঙ্গে হেথা যোগ।
সে যোগের কভু নাহি হইবে বিয়োগ,
করহ এখানে কিছু অমৃত সম্বল।
রোগ শোক মৃত্যুভয় এড়াবে সকল॥

প্রেরিত পত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়,

আমরা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় গুরুতর তত্ত্ববিষয়ক প্রশ্ন সকলের মীমাংসা শুনিব এবং তাহার নিকট গুরুতর ঈশ্বর বিষয়ক তত্ত্ব-সকল শিক্ষা করিব সর্ব্বদাই এই আশা করিয়া থাকি এবং এই আশা করিয়াই আমি আষাঢ় মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত "নির্গুণ ব্রহ্ম ও সগুণ ব্রহ্ম" নামক প্রস্তাবের একটি শুষ্ক অংশের প্রতিবাদ করিয়া আমার ক্ষুদ্র পত্র খানি লিখিয়াছিলাম কিন্তু শ্রাবণ মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত আমার পত্রের নীচে আপনি তাহার যে প্রকার উত্তর দিয়াছেন তাহা আমার প্রশ্নের উত্তর নহে। উহা তাহার একটা নিতান্ত সম্পর্কশূন্য সর্গান্তরের অবতারণা মাত্র। ঈশ্বরের জ্ঞান শক্তি অচিন্ত্য কি চিন্ত্য এখানে সে প্রশ্ন হয় নাই। এখানে কথা এই হইয়াছিল যে, ঈশ্বরের জ্ঞান শক্তি অচিন্ত্য বা অনন্ত গুণে অধিক হইলে তিনি অনন্ত পরিমাণে "সগুণ" শব্দের বাচ্য কি "নির্গুণ" শব্দের বাচ্য হইবেন? নির্গুণ শব্দের তো অর্থ এই যে যাহাতে কোন গুণ নাই কোন শক্তি নাই। ঈশ্বরকে যদি নির্গুণ বলা যায় তবে তাহার অর্থ এই হয়, যে ঈশ্বরে কোন গুণ নাই কোন শক্তি নাই—যাহা একেবারে অসম্ভব। বস্তু আছে অথচ গুণ নাই, কিম্বা গুণ আছে অথচ বস্তু নাই ইহা অসম্ভব কল্পনা। কি! যে ঈশ্বর হইতে এই বিশাল জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে তাঁহার গুণ নাই, তাঁহার শক্তি নাই! ইহা হইতে ন্যায়বিরুদ্ধ যুক্তিবহির্ভূত কথা আর কিছুই হইতে পারে না।

আপনি আষাঢ় মাসের পত্রিকাতে বলিয়াছিলেন যে "ঈশ্বরের জ্ঞান করুণা শক্তি আমাদের জ্ঞান করুণা শক্তি অপেক্ষা অনন্ত পরিমাণে অধিক ও শ্রেষ্ঠ" আপনার এই যে বাক্য আমি আমার পত্রে উদ্ধৃত করিয়াছিলাম আপনি তাহাই আবার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে "যদি ঈশ্বরের জ্ঞান শক্তি করুণাকে কোন প্রকারে মানুষের জ্ঞান শক্তি করুণার ন্যায় বলা হয় তাহা হইলে মানুষের গুণ অনন্ত রূপে বৃদ্ধি করিয়া ঈশ্বরে আরোপ করা হয় অর্থাৎ ঈশ্বরকে অনন্ত মানুষ করিয়া ফেলা হয়।" ঈশ্বরের স্বাভাবিকী যে জ্ঞান বল ক্রিয়া তাহা স্বাভাবিকই অনন্ত। ঈশ্বরের জ্ঞান শক্তি কখনই পরিমিত হইতে পারে না অতএব মনুষ্যের পরিমিত জ্ঞান শক্তিকে যতই বৃদ্ধি কর তাহা কখনই অনন্ত স্বরূপ ঈশ্বরে আরোপ করা যায় না

যেহেতু অনন্ত-স্বরূপে তাহা পঁহুছিতেই পারে না। অতএব ঈশ্বরকে অনন্ত মানুষ করিয়া ফেলার কথা অতি অসঙ্গত ও হাস্যাস্পদ কথা। মনুষ্যের জ্ঞান ভাব ইচ্ছা সকলই অপূর্ণ অতি অব্যবস্থিত ও অনিয়ন্ত্রিত। জ্যৈষ্ঠ মাসের পত্রিকাতে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর যথার্থই বলিয়াছেন যে "মনুষ্যে যেমন জ্ঞান ভাব এবং ইচ্ছা অপূর্ণ বলিয়া তাহা অনেক সময়ে অব্যবস্থিত ও অনিয়ন্ত্রিত ভাব ধারণ করে, পরব্রহ্মে জ্ঞান ভাব ইচ্ছা পূর্ণ বলিয়া তাহা কোন প্রকারে মানব ধর্ম্মাক্রান্ত হইতে পারে না।" বাস্তবিক মানুষের জ্ঞান শক্তি ঈশ্বরের জ্ঞান শক্তির সঙ্গে তুলনাই হইতে পারে না। যেহেতু ছায়া হইতে আতপের ন্যায় মনুষ্যের জ্ঞান হইতে ঈশ্বরের জ্ঞান, প্রকারে বিভিন্ন এবং তা ছাড়া পরিমাণে অনন্ত। অতএব সিদ্ধ হইল যে মানুষের জ্ঞান শক্তি অনন্ত গুণে বৃদ্ধি করিয়া ঈশ্বরে আরোপ করা যায় না। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি যদি মনুষ্যের পরিমিত নিকৃষ্ট জ্ঞান যাহা ইহলোকে রক্ত মজ্জার উপরে নির্ভর করে তাহা যদি গুণ শব্দের বাচ্য হয় তবে ঈশ্বরের যে স্বাভাবিক ও স্বপ্রকাশ ও অনন্ত পরিমাণে সর্ব্বোৎকৃষ্ট জ্ঞান শক্তি তাহা কি নির্গুণ শব্দের বাচ্য হইবে? জ্ঞান-শক্তি-প্রেম-বিহীন এক-টা শূন্য বস্তু একটা অস্বাভাবিক কল্পনা মাত্র। সে শূন্যকে পূজা দিলে সে গ্রহণ করে না, প্রেম দিলে প্রেমালিঙ্গন করে না এবং স্বয়ং উদ্‌বুদ্ধ হইয়া জীবের মঙ্গল কামনা করে না। কোথায় এই শূন্য আর কোথায় সেই সত্যকাম সত্যসঙ্কল্প ঈশ্বর! যিনি "সত্যং জ্ঞানং" "শিবং স্বতন্ত্রং" এবং "জাগ্রৎ জীবন্ত দেব,সেবককাণ্ডারী" তিনি অচিন্ত্য হউন আর চিন্ত্যই হউন সর্ব্বদা সকল অবস্থাতেই তিনি সেই একই। জ্ঞান প্রেম মঙ্গল ভাবে তিনি সর্ব্বথা সকল দেশের মধ্যে সকল কালের মধ্যে বর্ত্তমান এবং দেশ কালের অতীত, আপনার মধ্যেও আপনি জ্ঞান শক্তিতে পূর্ণ। ঈশ্বর তাঁহার জ্ঞান শক্তি প্রেম মঙ্গল আমাদের জন্য এখানে যত টুকু দিয়াছেন তাহা হইতে অনন্ত পরিমাণে সেই জ্ঞান শক্তি প্রেম মঙ্গল ভাব তাঁহাতে রহিয়াছে। আমরা উপযুক্ত হইলে সেই প্রেমস্বরূপ পরমেশ্বর ক্রমে ক্রমে আরো অধিকাধিক পরিমাণে তাহা আমাদিগকে বিতরণ করিবেন। যখন সর্ব্বমঙ্গলালয় ঈশ্বরের এই গূঢ় ভাব আমারদের মনে আইসে, তখন এই শুষ্ক মানব হৃদয় পাপে তাপে বিকলিত হইলেও কি অমৃত রসেই সিক্ত হয়, কি আনন্দেই প্লাবিত হয়! কিন্তু ইহা না ভাবিয়া, তাঁহাকে সর্ব্বথা এক অনন্ত অতুল্য গুণের আধার না বলিয়া, সেই গুণাধারে একটা শুষ্ক "নির্গুণ" শব্দ প্রয়োগ করিয়া তাঁহাকে শূন্য করিতে এবং হৃদয়ের আশা ভরসাকে শুকাইয়া ফেলিতে যাই কেন? ইহা কি মনুষ্যের বিবেক-সম্মত?

ইহার উত্তরের আশা করি। অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার আশা পূর্ণ করিলে চির বাধিত হইব। সত্যের অনুরোধে যদি আমার কোন উক্তি অপ্রিয় হইয়া থাকে তবে তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন, এই প্রার্থনা*।

অনুগত
জিজ্ঞাসু।

---

* ধর্ম্ম বিষয়ে বিবাদ অনেক সময়ে বিবাদে প্রবৃত্ত ব্যক্তিদিগের দ্বারা একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহার হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। "জিজ্ঞাসু" বলিতেছেন যে ঈশ্বরকে যদি নির্গুণ বলা যায় তবে তাহার অর্থ এই হয় যে ঈশ্বরের কোন গুণ নাই, কোন শক্তি নাই। আমরা এই অর্থে নির্গুণ শব্দ ব্যবহার করি নাই। আমরা নির্গুণ শব্দ "মানবীয় গুণ বর্জ্জিত" অর্থে ব্যবহার করিয়াছিলাম। আমরা আমাদের লিখিত প্রস্তাবে বলিয়াছিলাম "ব্রহ্ম জ্ঞান-শক্তি-করুণা-বিশিষ্ট অতএব তিনি সগুণ; তাঁহার জ্ঞান শক্তি করুণা কোন প্রকারে আমাদিগের জ্ঞান শক্তি করুণার ন্যায় নহে অতএব তিনি নির্গুণ।" যখন "জিজ্ঞাসু" বলিতেছেন যে মনুষ্যের জ্ঞান শক্তি ঈশ্বরের জ্ঞান শক্তির সহিত তুলনাই হইতে পারে না এবং উভয়ের মধ্যে ছায়া আতপের প্রভেদ তখন তাঁহার সহিত আমাদের বিবাদের কোন কারণ নাই। ঈশ্বরের জ্ঞান শক্তি করুণার সহিত মনুষ্যের জ্ঞান শক্তি করুণার কোন তুলনাই হইতে পারে না এবং আতপ ও ক্ষুদ্র দীপালোকের মধ্যে যেরূপ প্রভেদ সে রূপ প্রভেদ নাই। ছায়া আতপের মধ্যে যেমন সম্পূর্ণ রূপে প্রকারের প্রভেদ, তেমনি মনুষ্যের জ্ঞান শক্তি করুণার সহিত ঈশ্বরের জ্ঞান শক্তি করুণার প্রকৃতিগত সম্পূর্ণ প্রভেদ মানিয়া ঈশ্বরকে "অনন্ত গুণে সগুণ" বলা যাইতে পারে। "জিজ্ঞাসু" বলিতেছেন যে তাঁহার প্রথম প্রতিবাদের আমরা যে উত্তর দিয়াছিলাম তাহা নিতান্ত সম্পর্কশূন্য সর্গান্তরের অবতারণা মাত্র। বিবেচনা করিলে প্রতীতি হইবে যে উহা সম্পর্ক-শূন্য নহে। জিজ্ঞাসু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "ঈশ্বরকে কি প্রকারে নির্গুণ বলা যাইতে পারে? মরা তাহার উত্তরে ঈশ্বরের নির্গুণত্ব (নির্গুণত্ব শব্দে আমরা যে অর্থে ব্যবহার করিয়াছিলাম সেই অর্থে বলিতেছি) প্রতিপাদন করিবার অভিপ্রায়ে বলিয়াছিলাম যে যদি ঈশ্বরের জ্ঞান শক্তি করুণাকে কোন প্রকারে মানুষের জ্ঞান শক্তি করুণার ন্যায় বলা হয় অর্থাৎ যদি নির্গুণ বলা না হয় তাহা হইলে মানুষের গুণ অনন্তরূপে বৃদ্ধি করিয়া ঈশ্বরে আরোপ করা হয়। সেই অনন্ত পুরুষ যাঁহাতে মানবীয় কোন গুণই নাই যেহেতু মানবীয় সকল গুণই অপূর্ণতা-সঙ্কুল ও ক্ষীণতা-ঘন তিনিই "সত্যং জ্ঞানং" "শিবং স্বতন্ত্রং" এবং "জাগ্রৎ জীবন্ত দেব সেবককাণ্ডারী।"

THE PERSONALITY OF GOD.

Now whilst the conception which each individual forms of the Divine Nature will depend in great degree upon his own habits of thought, there are two extremes towards one or other of which most of the current notions on this subject may be said to tend, and between which they have oscillated in all periods of the history of monotheism. These are *Pantheism* and *Anthropomorphism*.—Towards the Pantheistic aspect of Deity, we are especially led by the philosophic contemplation of His agency in external Nature; for in proportion as we fix our attention exclusively upon the "laws" which express the orderly sequence of its phenomena, and upon the "forces" whose agency we recognize as their efficient causes, do we come to think of the Divine Being as the mere *first principle* of the universe.—as an all comprehensive 'law" to which all other laws are subordinate, as that most general "cause" of which all the Physical forces are but manifestations. This conception embodies a great truth, and a fundamental error. Its truth is the recognition of the universal and all controlling agency of the Deity, and of His presence in Creation rather than on the outside of it. Its error lies in the absence of any distinct recognition of that *conscious volitional* agency, which is the essential attribute of Personality; for without this there can be no Moral Government, and man's worthiest aspirations after the Divine Ideal would have no real object.—The Anthropomorphic conception of Deity, on the other hand, arises from the too exclusive contemplation of *our own* nature as the type of the Divine: and although, in the highest form in which it may be held, it represents the Deity as a Being in whom all Man's noblest attributes are expanded to Infinity, yet it is practically limited and degraded by the impossibility of *fully* realiziug such an existence to our minds; the failings and imperfections incident to our Human nature being attributed to the Divine, in proportion as the standard of Intellectual and moral development attained by each individual limits his idea of possible excellence. Even the lowest form of any such conception, however, embodies (like the Pantheistic) a great truth, though mingled with a large amount of error. It represents the Deity as a *person*; that is, as possessed of that intelligent Volition, which we recognize in ourselves as the source of the power we determinately exert, through our bodily organism, upon the world around; and it invests Him also with those Moral attributes, which place Him in sympathetic relation with His sentient creatures. But this conception is erronious, in so far as it represents the Divine nature as restrained in its operations by any of those limitations which are inherent in the very constitution of Man; and, in particular, because it leads those who accept it, to think of the Creator as "a remote and retired mechanician inspecting from without the engine of creation to see how it performs," and as either leaving it entirely to itself when once it has been brought into full activity, or as only interfering at intervals to change the mode of its operation.

Now the Truths which these views separately contain, are in perfect harmony with each other; and the very act of bringing them into combination effects the elimination of the errors with which they were previously associated. For the idea of the universal and all controlling agency of the Deity, and of His immediate presence throughout creation, is not found to be in the least degree inconsistent with the idea of His personality; when that idea is freed from the limitations which cling to it in the minds of those who have not expanded their Anthropomorphic conception by the Scientific contemplation of Nature. And the Man of Science who studies not only the Mechanism of Nature, but the Forces which give Life and Motion to that Mechanism, and who fixes his thought on that conception of *force* as an expression of *will*, which we derive from *our own experience* of its production, is thus led to recognize the universal and constantly sustaining agency of the Deity in every phenomenon of the Universe, and to feel that in the material Creation itself, he has the same distinct evidence of His personal existence and ceaseless activity, as he has of the agency of Intelligent mind in the Creations of Artistic Genius, or in the elaborate products of Mechanical skill, or in those written records of Thought and

Feeling which arouse our own Psychical nature into kindred activity.

W. B. Carpenter

প্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে নিম্নলিখিত পুস্তক গুলি উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি।

"সন্ধ্যাসঙ্গীত" শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রণীত মূল্য ৷৹ আট আনা।

"ব্রহ্ম শতক" শ্রীযুক্ত গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ কর্তৃক প্রণীত মূল্য ।৹ চারি আনা।

"দুই খানি ছবি" সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ট্রাক্ট কমিটির দ্বারা প্রকাশিত।

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য কিম্বা পুস্তকাদি ক্রয় জন্য হুণ্ডি, মনিঅর্ডর ইত্যাদি পাঠাইবেন তাঁহারা আদি ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বিশ্বাস মহাশয়ের নামে পাঠাইবেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রাহক মহাশয়দিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে উক্ত পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা, পশ্চাদ্দেয় বার্ষিক মূল্য ৪৷৹ টাকা, ডাক মাশুল ।৵৹ আনা। ছয় মাসের মধ্যে এক কালে অগ্রিম মূল্য না দিলে পশ্চাদ্দেয় হিসাবে ৪৷৹ গৃহীত হইবে।

মফস্বলস্থ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার যে সকল গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট উক্ত পত্রিকার মূল্য ও মাশুল বাকি আছে, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক দেয় টাকা পাঠাইয়া উপকৃত করিবেন। আর যাঁহাদিগের অগ্রিম মূল্য নিঃশেষিত হইয়াছে তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক বর্ত্তমান বৎসরের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৩।

আষাঢ়।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয় ৮১৪৵৯

পূর্ব্বকার স্থিত ২৪৫২৸৶৯

সমষ্টি ৩২৬৭৵৬

ব্যয় ৪৩৭৷৵৯

স্থিত ২৮২৯৷৶৯

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ৫১৬৸৶৯

দঃ পরলোকগত পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের প্রদত্ত চারি টাকা সুদের ৪৩৩৯ অব ৩৯০১ অব ১৮৩৫—৩৬ ৩১ মার্চ ১৮৩৬ নম্বরের ১ কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ ক্যাশ ভুক্ত করা হয়। ... ... ৫০০৲

দান প্রাপ্তি। ৫৲

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় নড়াল ২৲

" হরকুমার সরকার করচমাড়িয়া ৮৵৩

দানাধারে প্রাপ্ত ১৸৶৬

সঙ্গীতের কাগজ বিক্রয় ৫১৬৸৶৯

৮৫৷৶৬

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ... ৩

পুস্তকালয় ... ১৮৭

যন্ত্রালয় ... ১৯৷৶৬

গচ্ছিত ... ৮১৪৵৯

সমষ্টি

ব্যয়

১৮৮৷৵৬

ব্রাহ্মসমাজ ৯১৸৹

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা.. ... ২৫৲৬

পুস্তকালয় ১২৭৷৩

যন্ত্রালয় ৪৸৵৬

গচ্ছিত ৪৩৭৷৵৯

সমষ্টি

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।